মাসিক
সাম্যবাদ

● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● জুলাই ২০১৩ ● সাত টাকা

শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিবাদী প্রবণতা প্রতিহত করতে

বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

দেশের প্রধান চারটি সিটি কর্পোরেশন ও নবগঠিত কালীগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থীদের বিপুল বিজয়ের ঘটনাকে দেশের চলমান রাজনীতিতে নতুন মোড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত বলে অনেকে মনে করছেন। তাই, দেশের রাজনীতি নিয়ে হিসাব-নিকাশও নতুন করে শুরু হয়েছে। এ পরিস্থিতির পটভূমি সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার।

প্রধান দুই বুর্জোয়া দলের ক্ষমতাকেন্দ্রীক সংঘাতে দেশের রাজনীতিতে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে জামাতের সহিংস তাণ্ডব, এবং তারই ধারাবাহিকতায় হেফাজতের উত্থান। এমনই একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হল সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন। খুব স্বাভাবিক কারণেই এ নির্বাচনকে ঘিরে সকলের মনযোগ নিবদ্ধ হয়েছিল। নির্বাচনের ফলাফল পুরোপুরি আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছে। বিএনপি-পন্থীরা বলতে চাইছেন, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষ গত সাড়ে চার বছরের দুর্নীতি-দুঃশাসনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর আওয়ামী লীগ দেখাতে চাইছে, তাদের অধীনেও সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন সম্ভব। ফলে তত্ত্বাবাধায়ক সরকারের কোনও দরকার নেই। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পুরনো একটি কথা নতুন করে বলতে শুরু করেছেন; সেটি হল – তত্ত্বাবধায়ক সরকার *(একাদশ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

২২ মে '১৩ মিরপুর ১ নাম্বার গোলচত্বরে বাম মোর্চা-বাসদের শ্রমিক সমাবেশে পুলিশের হামলার দুটি চিত্র ॥ ২০ মে '১৩ বাম মোর্চা ও বাসদ মিছিল বের করলে তোপখানা রোডে পুলিশ বাধা দেয় (বামে)

শ্রম আইনের সংশোধন

শ্রমিক নয় মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করবে

তাজরীন ফ্যাশনে আগুনে পুড়ে কয়েক'শ শ্রমিকের করুণ মৃত্যুর ঠিক পাঁচ মাসের মধ্যে ঘটলো স্মরণকালের সবচেয়ে বড় শ্রমিক গণহত্যা। ফাটল ধরা সাভারের রানা প-াজায় ১১৪১ জন শ্রমিকের মৃত্যু আর আড়াই হাজার শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনায় পুরো বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের তৈরি পোষাক কর্মীরা বিশ্বের সবচেয়ে কম মজুরি পায়, চরম নিরাপত্তাহীনতায় কাজ করে – এমন খবরে বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে। দাবি ওঠে শ্রমদাসত্বের লজ্জা ও গ-ানি থেকে বের হয়ে আসার, শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার।

এমনই পরিস্থিতির মধ্যে সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন (২০০৬)-এর সংশোধন করেছে। ফলে ৪০ লাখ তৈরি পোষাক কর্মীসহ সকলেই প্রত্যাশা করেছিল সংশোধিত শ্রম আইনে কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হবে, যেসব মালিক এসব পরিপালন ঠিকভাবে করবে না তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং সর্বোপরী শ্রমিকদের পরিবার পরিজন নিয়ে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার কথা বলা হবে। কিন্তু মজুরি ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ তো দূরে থাক, প্রচলিত আইনে কাগজে-কলমে শ্রমিকরা যতটুকু অধিকার পেত, তাও কেড়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কথায় কথায় চাকুরিচ্যুত করার পাশাপাশি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মালিকদের স্বার্থ রক্ষার চরম বৈষম্যমূলক প্রস্তাব করা হয়েছে শ্রম আইনের সংশোধনীতে। সবার দাবি পায়ে দলে একদিকে মালিকদের সব রকম ছাড় দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে টুঁটি চেপে ধরা হয়েছে শ্রমিকের অধিকার। সংশোধিত শ্রম আইনটি পাশ হলে শ্রমিকদের স্বার্থ পুরোপুরি নির্ভর করবে মালিকদের চাওয়া-পাওয়ার উপরে। অথচ 'শ্রম আইন' প্রণয়নের উদ্দেশ্যই হল শ্রমিকদের সুরক্ষা দেয়া।

২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনের এই অগণতান্ত্রিক সংশোধনী গত ২২ এপ্রিল অনুমোদন করেছে *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

জনতুষ্টির বাজেট না কি ধনিক তোষণের বাজেট?

গত ৬ জুন জাতীয় সংসদে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রাষ্ট্রীয় বাজেট উত্থাপন করলেন অর্থমন্ত্রী। সরকারি মহল ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে – নির্বাচনের আগে ভোটারদের খুশি করতে এবার না কি জনতুষ্টির বাজেট করা হয়েছে। আসলেই কি এই বাজেট জনকল্যাণমূলক? এত বড় বাজেটের বাস্তবায়নযোগ্যতা নিয়ে এবং এত রাজস্ব আদায় হবে কি না তা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করছেন। বিপুল বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার বিশাল অংকের ঋণ নেবে। এর ফলে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণ কমে যাবে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ আশংকা ব্যক্ত করেছেন। এসবই বাজেটের কিছু প্রায়োগিক দিক, কিন্তু মূল বিবেচ্য হওয়া দরকার – এই বাজেটের মাধ্যমে জনসাধারণ কি উপকৃত হবে, না কি প্রচলিত লুটপাট-বৈষম্যের অর্থনীতিই অব্যাহত থাকবে? বাজেটের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই দেখা দরকার এ বাজেট কোন্ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় এ বরাদ্দ বন্টিত হবে। বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি নেই বললেই চলে, পুরো প্রক্রিয়াটিই আমলাতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হল, সরকারি রাজস্বের প্রধান যোগানদাতা কারা, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সুফল মূলত কাদের ঘরে যায়। তৃতীয়ত, বিভিন্ন খাতে বাজেট পরিকল্পনার মাধ্যমে যে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রতিফলিত হয়েছে তা কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে।

২,২২,৪৯১ কোটি টাকার বাজেটে অনুন্নয়নমূলক ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৩৪,৪৪৯ কোটি টাকা, আর উন্নয়নমূলক ব্যয় ৭২,২৭৫ কোটি টাকা। কর ও অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাবকেই 'রাজস্ব বাজেট' বলা হয়। এর আরেক নাম 'অনুন্নয়ন বাজেট'। কেন একে অনুন্নয়ন বাজেট বলে? কারণ সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং সরকার পরিচালনার অন্যান্য *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ধনিক তোষণের বাজেট?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) খরচ, ঋণের সুদ পরিশোধ এই খাতের অধীনে হয়ে থাকে। আরেকটু সহজ করে বললে আমাদের মন্ত্রী-এমপিদের বেতন-ভাতা, তাদের বাড়ি-গাড়ি, পিয়ন-দারোয়ান-বাবুর্চি, বিদেশ ভ্রমণ, চিকিৎসা ইত্যাদি যাবতীয় খরচ এই খাত থেকে করা হয়। বাজেটের দ্বিতীয় অংশটি হল 'উন্নয়ন বাজেট'। সরকার আগামী এক বছরে যে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে, যেমন - নতুন স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল নির্মাণ, সড়ক-ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তার খরচ নির্বাহের হিসাবকেই উন্নয়ন বাজেট বলা হয়। বাংলাদেশের মত পশ্চাৎপদ দরিদ্র দেশে শিল্পায়ন, কৃষি উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবার প্রসার ইত্যাদি প্রয়োজনে বিপুল সরকারি বিনিয়োগ দরকার। ফলে, উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ বেশি হওয়া উচিত, কিন্তু বাংলাদেশে সাধারণতঃ বাজেটের বড় অংশই হল অনুৎপাদনশীল রাজস্ব বাজেট। এই অর্থবছরেও উন্নয়ন বাজেট মোট বাজেটের ৩২% মাত্র। তাও পুরো বাস্তবায়ন হবে না, অতীতের অভিজ্ঞতায় নিশ্চিতভাবেই তা বলা যায়। অর্থবছরের শেষ দিকে এসে তাড়াহুড়ো করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পগুলোর বরাদ্দ খরচ করার নামে বাস্তবে লাগামছাড়া লুটপাট-অপচয় চলে।

এবারের বাজেটে মোট ব্যয় ২,২২,৪৯১ কোটি টাকা, রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১,৬৭,৪৫৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ ঘাটতি ৫৫,০৩২ কোটি টাকা। বাজেট ঘাটতি মেটাতে আগামী অর্থবছরে সরকারকে ৩৩,৯৬৪ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ নিতে হবে। অন্যদিকে আগামী অর্থবছরে ২৩,৭২৯ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

আগামী বাজেটে অনুদানসহ রাজস্ব পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা থাকছে ১,৭৪,১২৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১,৬৭,৪৫৯ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া এবং বিদেশি অনুদান ৬,৬৭০ কোটি টাকা। তিন ধরনের সংগ্রহের মধ্যে আগামীবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নিয়ন্ত্রিত করব্যবস্থা থেকে ১,৩৬,০৯০ কোটি টাকা, এনবিআর-বহির্ভূত করব্যবস্থা থেকে ৫,১২৯ কোটি টাকা এবং কর ব্যতীত প্রাপ্তি বাবদ ২৬,২৪০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

এনবিআর কর্তৃক আদায়কৃত করের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ ব্যক্তি আয়কর ও কোম্পানি কর থেকে আসবে ৩৫.৫% রাজস্ব। পক্ষান্তরে মূল্য সংযোজন কর ৩৬.৭%, আমদানি শুল্ক ১০.৮%, সম্পূরক শুল্ক ১৫.৩% ও অন্যান্য কর ১.৭%। অর্থাৎ মোট পরোক্ষ করের অংশ ৬৪.৫%, যা শেষপর্যন্ত সর্বস্তরের জনগণ পরিশোধ করবে। আরো চুলচেরা হিসাব করলে, এনবিআর বহির্ভূত কর ও কর বহির্ভূত প্রাপ্তি সহ মোট রাজস্ব আয় ১,৬৭,৪৫৯ কোটি টাকার মধ্যে ৪৮,২৯৭ কোটি টাকা অর্থাৎ মাত্র ২৮.৮% আসবে ধনী লোকের কর থেকে। বাকী অর্থের যোগান দেবে সাধারণ মানুষ। বিপুল বাজেট ঘাটতি পোষানোর জন্য নেয়া দেশি-বিদেশি ঋণ ও তার সুদ এদেশের জনগণকেই পরিশোধ করতে হবে। গতবারের চাইতে এবারের বাজেটে আজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ২৮,০০০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে কর তেমন বাড়ানো না হলেও করভিত্তি সম্প্রসারণের নামে এই বাড়তি অর্থ আদায়ের বোঝা প্রধানত সাধারণ মানুষের ঘাড়েই চাপানো হবে।

প্রধানতঃ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ বরাদ্দের বেলায় এমন সব খাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যার সাথে জনকল্যাণের কোন সম্পর্ক নেই। এবারের বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ জনপ্রশাসন খাতে ১৪.৪%, এর পরই সুদ পরিশোধ ১২.৫%। প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ৬.৫%, অথচ ১৫ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ ৪.৩% অর্থ। প্রতিরক্ষা(৬.৫%) এবং জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা(৪.৭%) খাতের সম্মিলিত বরাদ্দ কৃষি খাতে বরাদ্দ(৭.৯%)-এর চাইতে বেশি। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৯.৩%, বিবিধ ব্যয় খাতে ৮.৩% বরাদ্দ রাখা হয়েছে আসন্ন নির্বাচনী বছরকে মাথায় রেখে।

এবারের বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়েছে এফবিসিসিআই, বিজিমইএ, বিকেএমইএসহ ব্যবসায়ী ও মালিকদের বিভিন্ন সংগঠন। কারণ শিল্পপতিদের রপ্তানি সহায়তার জন্য ২৫৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, বিভিন্ন খাতে নতুন বিনিয়োগের জন্য ট্যাক্স হলিডে অব্যাহত থাকবে, শেয়ারবাজার চাঙ্গা করার নামে নানা কর প্রত্যাহার করা হয়েছে। কালো টাকা সাদা করার সুবিধা চালু রেখে লুটপাটের অর্থনীতিকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়াতে প্লট ও ফ্ল্যাট কিনলে টাকার উৎস জানতে চাওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানী শুল্ক ৩% থেকে কমিয়ে ২% , মধ্যবর্তী কাচামালের শুল্ক ১২% থেকে ১০% করা হয়েছে। চামড়া শিল্পের বিভিন্ন উপকরণের আমদানী শুল্ক ১২% থেকে কমিয়ে ৫%, সুপার শপ প্রসারে ৩০% সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। বসুন্ধরা গ্রুপসহ দেশি নিম্নমানের কাগজশিল্পের বাজার নিশ্চিত করতে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত বিদেশি নিউজপ্রিন্টের আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ওভেন কাপড় আমদানীর শুল্ক ৪৫% থেকে কমিয়ে ২০%, সোয়েটারের সুতা তৈরীর কাচামাল আমদানীর উপর ৫% শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যহ্রাসের ফলে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে সরকারি হিসাবে বর্তমানে ৮%-এর মত। অর্থমন্ত্রী আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৭%-এ নামিয়ে আনার টার্গেট ঘোষণা করেছেন। প্রথমত, এই টার্গেট বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ সরকার আইএমএফ-এর কাছ থেকে নেয়া ঋণের শর্ত অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম বাড়াবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গ্যাসভিত্তিক বড় বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণে দীর্ঘসূত্রিতা করে ব্যয়বহুল রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্ভরতার কারণে বিদ্যুতের দাম বাড়বে। ফলে উৎপাদন ও পরিবহন খরচ বাড়বে। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই সরকারের। বাজেট বক্তৃতায় চাল.ডাল, পিঁয়াজসহ কিছু পণ্যের শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধা অব্যাহত রাখা ও টিসিবিকে সক্রিয় করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অতীতে শুল্ক তুলে নেয়ার পরও মুখচেনা মুনাফালোভী ব্যবসায়ী সিণ্ডিকেট কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়েছে। ফলে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের আয়োজন ছাড়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। অতীতের মতই ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষাকারী ও মুক্তবাজার নীতি অনুসরণকারী বর্তমান সরকারের সে পথে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। তাই মূল্যস্ফীতি যেকোন সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছেই। দ্বিতীয়ত, ৭% মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় ধরা হচ্ছে কোন্ যুক্তিতে? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-কৃষক নিম্নবিত্তের মজুরি বা আয় কি প্রতি বছর বাড়ে? জাপানে মূল্যস্ফীতি শূণ্য শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ২% মাত্র। অতীতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে দেখা গেছে মূল্যস্ফীতির পরিবর্তে বরং দফায় দফায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ ও মুনাফার পরিবর্তে জনগণের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত পরিকল্পিত অর্থনীতি মূল্যস্ফীতি সমস্যার সমাধান করেছিল।

চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে বাজারমূল্যে ৯২৩ মার্কিন ডলারে বা ৭৪,৩৮০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এর আগে ২০১১-১২ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৮৪০ মার্কিন ডলার বা ৬৬,৪৬৩ টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে চলতি বাজারমূল্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ ৩৭ হাজার ৯৮৬ টাকা। গত অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৯ লাখ ১৮ হাজার ১৪১ কোটি টাকা। জিডিপি বা মাথাপিছু আয় দিয়ে উন্নয়নের প্রকৃত চেহারা পুরোটা বোঝা যায় না। একজনের এক কোটি টাকা আয় আর ১০ জনের ১০ হাজার টাকা করে আয় গড় করলে প্রত্যেকের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ৯ লাখ ১৮ হাজার ১৮১ টাকা। এতে কি আসলে ওই ১০ জনের প্রকৃত আয় বোঝা যায়? বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬%-এর ওপরে থাকায় অর্থমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং আগামী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭.২% স্থির করেছেন। প্রশ্ন হল, প্রবৃদ্ধি বাড়লেও দারিদ্র্য কি কমবে? গত দুই দশকে প্রবৃদ্ধির হার তো নিশ্চয় বেড়েছে, তাই বলে প্রকৃত দারিদ্র্য কি কমেছে? কমেছে ধনী-দরিদ্রের আয় বন্টনের ব্যবধান? কৃষকরা তাদের রক্ত মাংস নিংড়ে দিয়ে যে বাম্পার ফলন ফলিয়ে থাকে এ ফসলের ন্যায্য মূল্য কি কৃষকের পকেটে যায়, না ফড়িয়াদের পকেটে যায়? প্রবৃদ্ধি অর্জনে অসামান্য অবদান রেখেও যে কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে তার দারিদ্র্য ঘুচাবে কে? গার্মেন্টস শ্রমিকদের রক্ত ঘাম করা শ্রমে মালিকরা ফুলে ফেঁপে উঠছে, বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে – কিন্তু শ্রমিকের জীবনে আঁধার কাটছে না। বাজেটে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের জন্য কর-রেয়াত, রপ্তানি বোনাস-সহ নানা প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিন্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, বিশেষ করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। শ্রমিকদের অভুক্ত রেখে মালিকদের নানা প্রণোদনা দিয়ে যে শিল্প রক্ষা বা শিল্পায়ন সম্ভব নয় এ বিষয়টি সরকার বুঝতে পারছে বলে অন্তত বাজেট দেখে মনে হয় না।

কৃষিখাতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১৪,৮৭৮ কোটি টাকা। কিন্তু এবার এ খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১২,২৭৫ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৮.৬ শতাংশ, আর বর্তমানে বরাদ্দ ৭.৯%। কৃষিতে ভর্তুকি ৩ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে, গতবছর ছিল ১২ হাজার কোটি টাকা, এবার ৯ হাজার কোটি টাকা। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)'র বিধি অনুযায়ী, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনের ১০% এ খাতে ভর্তুকি দিতে পারে। অথচ দেশের ইতিহাসে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এ খাতে সর্বোচ্চ ৩.৬ শতাংশ ভর্তুকি দেয়া হয়। গত অর্থবছরে ভর্তুকির হার দাঁড়িয়েছে কৃষি জিডিপির ১.৪১ শতাংশ।

কৃষি বাজেটের মতোই এ খাতে দেয়া ভর্তুকির পরিমাণও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। স্বাধীনতার পর সরকারিভাবে স্বল্পমূল্যে সার, বীজ ও কীটনাশক কৃষকের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা ছিল। সেচ ব্যবস্থাও পরিচালিত হতো সরকারি তত্ত্বাবধায়নে। ১৯৮০'র দশকে বীজ, সেচ ও সারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত করে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় সার উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকলেও বণ্টন ব্যবস্থা চলে যায় ব্যবসায়ীদের হাতে। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে সারসহ বিভিন্ন উপকরণের ওপর ভর্তুকি তুলে দেয়া হয়। এসব কারণে প্রতি বছরই বাড়তে থাকে সার, কীটনাশক, বীজসহ বিভিন্ন উপকরণের দাম। একই সঙ্গে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়ে যাচ্ছে সেচ খরচ। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে দেশে ব্যাপক সার সংকট সৃষ্টি হওয়ায় আবার ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু হলেও সে ভর্তুকি প্রকৃত কৃষকের কাছে পৌঁছানোর কোন ব্যবস্থা নেই। সার, বীজ ও কীটনাশক ব্যবসায়ী এবং সেচ যন্ত্রের মালিকরা ভর্তুকির টাকা পেলেও কৃষকের তেমন কোন উপকার হচ্ছে না। অন্যদিকে ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকারের উদ্যোগ লোকদেখানো। ফলে মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের হাতে কৃষক জিম্মি হয়ে পড়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি প্রস্তাব করা হয়েছে ১৩,৪৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে জ্বালানির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ৭,৯৫০ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের প্রায় অর্ধেক। লোকসানজনিত বিপুল ঘাটতি সত্ত্বেও ভর্তুকি প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে এনে এই খাতের ব্যয় মেটানোর জন্য সরকারকে অবশ্যই জ্বালানির দাম বাড়াতে হবে। বিদ্যুতে চলতি অর্থবছরের তুলনায় ভর্তুকি কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। তবে এই বর্ধিত ভর্তুকি দিয়েও বিদ্যুৎ খাতের, বিশেষ করে ভাড়াভিত্তিক ও দ্রুত ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কেনার ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে না। এরই মধ্যে ভাড়াভিত্তিক ছয়টি কেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। নতুন করে এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র দীর্ঘমেয়াদে নেয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। বিকল্প জ্বালানির জোগানে অগ্রগতি না থাকায় সরকারের রেন্টাল নির্ভরতা আগামীতে ভর্তুকি আরো বাড়িয়ে তুলবে।

'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে পথনকশা: অগ্রগতির ধারা' শিরোনামের প্রকাশনায় দেখা যায়, ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ খাতে তরল জ্বালানির ব্যবহার ছিল ৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। চলতি বছরে তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯ শতাংশে পৌঁছবে। এর বিপরীতে স্বল্প মূল্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন আশঙ্কাজনক হারে কমেছে। গ্যাসচালিত বিদ্যুতের পরিমাণ ৮৮.৮৪ থেকে কমে হয়েছে ৭৬ শতাংশ। আর কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ার কথা থাকলেও তা ৩.৮৮ থেকে কমে ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাব গিয়ে পড়েছে গ্রাহকের ওপর। এরই মধ্যে এ সরকার পাইকারি পর্যায়ে ছয় দফা ও খুচরায় পাঁচ দফা বাড়িয়েছে বিদ্যুতের দাম।

বাজেটে এ চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কোনো কথা নেই, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, সমুদ্রে গ্যাস উত্তোলনে সক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি খাতে কোনো বরাদ্দ নেই।

স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের হার ক্রমশ কমছে। গত বছর বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৪.৮২% আর এই বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৪.২৬% । ২০০৯-১০ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৬.১৮%। লক্ষণীয় হলো পাবলিক সেক্টরে বরাদ্দের হার হ্রাসের সাথে সাথে মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি আমদানীর শুল্ক ২৫% থেকে কমিয়ে ১০% নামানোর মাধ্যমে প্রাইভেট মেডিক্যালের ব্যবসায় বাড়তি প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর নামে সামান্য কিছু সাহায্য দিয়ে হতদরিদ্র মানুষের অবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। এই বরাদ্দ মূলত সরকারদলীয় নেতা-কর্মী ও স্থানীয় ক্ষমতাশালীদের লুটপাট ও প্রভাব বৃদ্ধির কাজে লাগবে। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির কোন পদক্ষেপ বাজেটে নেই।

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটের ১১.৭%। টাকার অংকে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ছে, এবারও বাজেটে তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কতটুকু? শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারি মিলিয়ে অন্ততঃ ৩ কোটি মানুষ জড়িত, সব স্তর মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা লক্ষাধিক। জিডিপি-র অন্ততঃ ৬% শিক্ষাখাতে বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তার কথা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। অথচ এবারের বাজেটে বরাদ্দ জিডিপি-র ২.৫২% মাত্র। এমনকি মহাজোট সরকারের বহুলপ্রচারিত 'যুগান্তকারী' শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হলেও এই হারে বরাদ্দ অপ্রতুল – শিক্ষামন্ত্রী নিজেই এ কথা বহুবার বলেছেন। এই বাজেটে শিক্ষা খাতে নতুন কোন প্রকল্পের কথা বলা হয়নি। আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়নি।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপকে উৎসাহিত করতে অর্থমন্ত্রী এবারো বাজেটে বরাদ্দ রেখেছেন। পিপি-প'র নামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাবার পানি সরবরাহের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাতের উন্নয়ন দেশি-বিদেশি লুটেরাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, এসব খাতে বেসরকারিকরণ কীভাবে বাণিজ্যিকীকরণের জোয়ার তৈরি করেছে এবং তার ফলে এসব সেবা থেকে গরিব মানুষদের বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টা আমরা দেখছি। পিপিপি তাদের এ অবস্থাকে আরও শোচনীয় পর্যায়ে ঠেলে দেবে।

ফলে, এবারের বাজেটের আকার বড় হলেও তা জনকল্যাণে তেমন কাজে আসবে না, কারণ নীতিগত দিক থেকে এতে নতুন কিছু নেই। জনগণের অংশগ্রহণ ও তাদের কাছে জবাবদিহিতাবিহীন বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বর্তমানের লুটপাট-অপচয়-দুর্নীতির ধারাকেই অব্যাহত রাখবে।

বাম মোর্চা-বাসদের মিছিলে পুলিশি বাধা-গ্রেফতার

মিছিল-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী সিদ্ধান্ত

সভা-সমাবেশ-মিছিল করার গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে গত ২০ মে মিছিল বের করতে চাইলে তোপখানা রোডে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশি বাধার মুখেই বাম মোর্চা ও বাসদ নেতৃবৃন্দ সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। এরপর নেতৃবৃন্দ বাম মোর্চার কার্যালয়ে সংক্ষিপ্ত প্রেস বিফ্রিং করেন।

২২ মে মিরপুর ১ নাম্বার গোলচত্বরে পুলিশ গ্রেফতার করছে বাম মোর্চার নেতা কমরেড সাইফুল হক ও কমরেড জোনায়েদ সাকীকে

এখানেই শেষ নয়। সাভারের শ্রমিক গণহত্যার বিচারের দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও বাসদের উদ্যোগে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২২ মে মিরপুর ১ নাম্বার গোলচত্বরে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়ার সময় পুলিশ বাধা দেয় এবং লাঠিপেটা করে। সমাবেশস্থল থেকে বাম মোর্চার নেতা ও বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকী, বাসদ নেতা সাইফুল ইসলাম কিরণ, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা নাসির উদ্দিন নাসু-সহ বাম মোর্চা ও বাসদ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল - বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ২২ মে সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে বলেন, মিছিল-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির ঘোষণা ও বাধা প্রদান সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রকাশ। এ ঘোষণা পরোক্ষভাবে জরুরি অবস্থা জারির সমতুল্য। বিবৃতিতে তিনি বলেন, মহাজোট সরকার কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি শব্দের ফুলঝুড়ি ছোটায়। অথচ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধ – এগুলোর সাথে সরকারের আচরণের কোনো সামঞ্জস্য নেই। বিগত দিনগুলোতে সরকার যে ফ্যাসিবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছে, সংঘাত-নাশকতা প্রতিহতের নামে মিছিল-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ তারই আরেকটি নজির। দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ কোনোভাবেই এ ঘোষণা মেনে নেবে না।

বিবৃতিতে তিনি দেশের সকল বাম-গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি সরকারের এ ফ্যাসিবাদী সিদ্ধান্ত প্রতিহত করার এবং জনগণের প্রতিবাদ করার, সংগঠিত হওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শ্রমিক কলোনি উচ্ছেদের প্রতিবাদে আন্দোলন

চট্টগ্রামের মাঝিরঘাট এলাকায় অবস্থিত কাঁচারেলী, জুটরেলী ও পাঁকারেলী কলোনিতে শ্রমিকেরা ব্রিটিশ আমল থেকে পাট, তেল, তুলা ও চালের কলে চাকরিসূত্রে বসবাস করে আসছে। বর্তমানে এসব কারখানা বন্ধ থাকলেও এসব শ্রমিকের বংশধররা অন্যত্র শ্রমিকের কাজ করে এখানে বসবাস করছে। সম্প্রতি কোনো পুনবার্সনের ঘোষণা না দিয়েই বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ জুট করপোরেশনের প্রায় ১২ একর জমি ৫শত কোটি টাকা মূল্যে বিক্রির দরপত্র আহ্বান করেছে। ফলে এই এলাকার হাজার হাজার শ্রমিক পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে অত্র এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও বাসদ নেত্রী জান্নাতুল ফেরদাউস পপির নেতৃত্বে শ্রমিকদের নিয়ে 'কাঁচারেলী কুলি কলোনি রক্ষা কমিটি' গঠন করে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। গত ১৯ জুন বিকাল ৪টায় কয়েকশত শ্রমিককে নিয়ে কমিটির উদ্যোগে প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন, সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন জান্নাতুল ফেরদৌস পপি, সন্তোষ চৌধুরী, কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মান্নান দুলাল, যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. মনির হোসেন, সদস্য সচিব আলমগীর হোসেন, ডা. সুশান্ত বড়ুয়া, কাঞ্চন সরকার, এড. বিশুময় দেব, মো. গফুর, আমেনা আকতার প্রমুখ। সমাবেশ থেকে পুনর্বাসন করা ছাড়া কুলি কলোনি উচ্ছেদের যেকোনা অপচেষ্টা স্থানীয় জনগণ প্রতিহত করবে এবং আরো তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে এ মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়।

বাজেট প্রত্যাখ্যান করে বাসদের বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ

ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে প্রণীত বাজেট দুর্নীতি-অপচয় এবং ঋণ ও করের বোঝা বাড়াবে

৭ জুন বিকেলে ঢাকায় বাজেট প্রত্যাখ্যান করে বাসদের বিক্ষোভ

বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ৭ জুন বিকেলে ঢাকায় ২০১৩-'১৪ অর্থবছরের বাজেট প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেগুনবাগিচাস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে পল্টন মোড় হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জহিরুল ইসলাম, বেলাল চৌধুরী। সমাবেশ থেকে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ২০১৩-'১৪ অর্থবছরের বাজেটকে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে প্রণীত উল্লেখ করে বলা হয়, এ বাজেটের মধ্য দিয়ে দুর্নীতি-অপচয় এবং ঋণ ও করের বোঝা বাড়বে, যার ভার বইতে হবে সাধারণ জনগণকে। সমাবেশ শেষে পুনরায় একটি মিছিল হাইকোর্ট মোড় ঘুরে পল্টনে গিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গতকাল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ২০১৩-'১৪ অর্থবছরের বাজেট আকার বড় হলেও তা জনকল্যাণে তেমন কাজে আসবে না, কারণ নীতিগত দিক থেকে এতে নতুন কিছু নেই। বাজেটের সিংহভাগ অর্থ আসে সাধারণ মানুষের দেয়া ভ্যাট-আমদানি শুল্ক ইত্যাদি পরোক্ষ কর থেকে, কিন্তু বাজেট বরাদ্দ ধনিকশ্রেণী ও তদের সহযোগীদের স্বার্থই রক্ষা করে। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা গতবারের তুলনায় প্রায় ২৮,০০০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে কর তেমন বাড়ানো না হলেও করভিত্তি সম্প্রসারণের নামে এই বাড়তি অর্থ আদায়ের জন্য প্রধানত সাধারণ মানুষের ঘাড়েই বাড়তি করের বোঝা চাপানো হবে। বিপুল বাজেট ঘাটতি পোষানোর জন্য নেয়া দেশি-বিদেশি ঋণ ও তার সুদ এদেশের জনগণকেই পরিশোধ করতে হবে। অতীতের মতোই এবারো বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ রাখা হয়েছে অনুৎপাদনশীল জনপ্রশাসন, সুদ পরিশোধ, প্রতিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা ইত্যাদি খাতে। অথচ কৃষিখাতে বরাদ্দ ও ভর্তুকির পরিমাণ গতবছরের তুলনায় কমেছে, স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ টাকার অংকে সামান্য বাড়লেও শতাংশের হিসাবে কমেছে। অন্যদিকে, শিল্পপতিদের রপ্তানি সহায়তার জন্য ২৫৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, ট্যাক্স হলিডে অব্যাহত থাকবে, শেয়ারবাজার চাঙ্গা করার নামে নানা কর প্রত্যাহার করা হয়েছে। কালো টাকা সাদা করার সুবিধা চালু রেখে লুটপাটের অর্থনীতিকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিদ্যুৎখাতে বরাদ্দ বাড়লেও তা মূলত খরচ হবে বেসরকারি রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোকে ভর্তুকি দিতে। ফলে বিদ্যুৎ সংকট আশু নিরসনের সম্ভাবনা নেই, বরং লোকসান পোষাতে মূল্যবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর নামে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বাস্তবে তা ব্যয় হবে মন্ত্রী-এমপি-সরকার দলীয় নেতাদের আগামী নির্বাচনী প্রস্তুতির কাজে, এতে হতদরিদ্র মানুষের অবস্থার মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির কোনো পদক্ষেপ বাজেটে নেই। মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের মধ্যে রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেও তার জন্য বাস্তবসম্মত কোনো পদক্ষেপের ঘোষণা নেই। ফলে, জনগণের অংশগ্রহণ ও তাদের কাছে জবাবদিহিবিহীন বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বর্তমানের লুটপাট-অপচয়-দুর্নীতির ধারাকেই অব্যাহত রাখবে।

৮ জুন চট্টগ্রামে বাসদ, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ও গণসংহতি আন্দোলনের যৌথ মিছিল

উন্নত সংস্কৃতি ও চেতনার উঁচু মান গড়ে তোলার সংগ্রামে এগিয়ে আসুন – কমরেড মবিনুল হায়দার চৌধুরী

[গত ৩০ মে ঢাকায় অবস্থানরত বাসদ সমর্থক-শুভার্থীদের এক বিশেষ সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের অ্যালামনাই ফ্লোরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী হারুন আল রশীদ, পরিচালনা করেন বেলাল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রদত্ত কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর বক্তব্যটি সম্পাদনা করে এখানে পত্রস্থ করা হল।]

শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে এদেশের বুকে আমাদের পার্টিটা কীভাবে একটা মান নিয়ে গড়ে উঠেছিল, একটা বিপ-বী পার্টি হিসেবে সম্ভবনা নিয়ে গড়ে উঠছিল, তাকে অস্বীকার করার বা ছোট করে দেখবার প্রশ্ন নেই।

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যে কোনো সমস্যা বিশে-ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ – আমার কাছে তো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী চিন্তা শুধু আমার কাছে নয়, সবার কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। মানব জাতির যারাই বর্তমান কালে সমস্ত রকমের শোষণের হাত থেকে মুক্ত হতে চান তাদের সবার কাছেই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই শোষণমুক্তির হাতিয়ার মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে আয়ত্ত্ব করা দেশে দেশে একটি যথার্থ বিপ-বী পার্টি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। পার্টি হলো, শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রণী চিন্তার আধার এবং তার সবচেয়ে উন্নত সুসংগঠিত বাহিনী। এই পার্টি ছাড়া পৃথিবীর কোথাও বিপ-ব সম্ভব নয়।

সম্প্রতি আমরা অনেক বড় বড় সংগ্রাম দেখছি। সারা পৃথিবীতে ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে পুঁজিবাদের ভয়াবহ সংকটকে কেন্দ্র করে একেবারে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র শ্রমিক বিদ্রোহ, শ্রমিক-মেহনতিদের বিশাল বিক্ষোভ, বিরাট আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। একেকটা শহরে ৫ লাখ, ৭ লাখ মানুষ জড়ো হয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, বিক্ষোভ করেছে। পাশ্চাত্যের বুকে এত বড় বড় বিক্ষোভ সাম্প্রতিক ইতিহাসের আর কোনো লগ্নে, কোনো সময়ে হয়নি। কিন্তু এই সবগুলি বিক্ষোভ হল লাখো লাখো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমবেত বিক্ষোভ। কিন্তু এর দ্বারা, ভবিষ্যতে মানুষের সামনে সমস্ত রকম শোষণের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের পথে মানুষ অনেকখানি এগিয়ে গেছে এধরনের কোনো প্রমাণ নেই। সমস্ত লড়াইই ব্যর্থ হয়েছে একথা আমি বলছি না। এসব লড়াই এর মাধ্যমে মানুষের চিন্তায় আলোড়ন হতে থাকে। অবশ্যই শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে মানুষ ভাবছে. চিন্তা করছে। কিন্তু এ লড়াইয়ে সত্যিকার অর্থে বিপ-বী পার্টি না থাকার কারণে সুনির্দিষ্টভাবে তা ধারাবাহিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে এরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ইউরোপ ছাড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, যারা পেট্রোডলারের কারণে আমাদের তুলনায় অনেক সচ্ছল জীবন ধারণ করে, সেখানেও লক্ষ লক্ষ মানুষ কীভাবে তিউনেশিয়া থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আরব দেশগুলোতে বিশাল গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে – সেই গণআন্দোলনে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী বহুরকমের শক্তি যুক্ত হয়েছে। এইসব দেশগুলোতে বেশিরভাগ জায়গায় দক্ষিণপন্থী যে পার্টিগুলি শাসন করতো, তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে মৌলবাদীরা ক্ষমতায় এসেছে। এই যে এতবড় বিক্ষোভ-আন্দোলন – এর মধ্য দিয়েও মানুষ কোনোমতেই যথার্থ পথের দিকে, সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারছে না এর মূল কারণ হলো একটি সর্বহারা শ্রেণীর বিপ-বী দলের অনুপস্থিতি। জনগণের এই যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মানুষ বিক্ষোভ করবেই, লড়াই সংগ্রামে আসতে থাকবেই, বারে বারে ফিরে আসবে। কিন্তু সঠিক বিপ-বী পার্টি ছাড়া কোনোদিন মানুষ, শতবার বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও কোনও পথ পাবে না। নিপীড়ন-নির্যাতন-শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার হাত থেকে নিস্তার পাবে না। এই প্রসঙ্গেই আমি বলতে চাই যে, যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সমস্যার ধরন ও রূপ পাল্টাবার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিকশিত করতে হয়। না হলে সমস্ত সঠিক চিন্তা যা অতীতে হয়ত অত্যন্ত কার্যকর ছিল সেগুলো অকার্যকর হতে থাকে। তাই ক্রমাগত বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তারও বিকাশ ঘটাতে হয়। ইতিহাসের দিকে তাকান। যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, স্ট্যালিন-মাও সেতুং-এর চিন্তা হাতিয়ার হিসেবে মানুষের জানা ছিল, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল, সব ধসে গেল। ধসে গেল কেন?

কমরেড শিবদাস ঘোষ, ১৯৪৮ সালে ভারতে এসইউসিআই(সি) পার্টির সূচনা করেছিলেন। সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে একটা আন্তজার্তিকতাবাদী পার্টি। সেই কারণে তখনকার বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে নতুন যে সমস্যা-সংকট দেখা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা দিয়েই তিনি শুরু করেছিলেন। তাঁর সেই হুঁশিয়ারি পরে সত্য হয়েই দেখা দেয়। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের দেশে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবী অভ্যুত্থান হয়েছিল। একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে একা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দেশে দেশে আক্রমণগুলোর প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু একা মোকাবেলা করতে পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির পরাজয় ঘটল। তারপর বিশ্বের আরো বিশাল অংশ মহাচীন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, কম্পুচিয়া, লাওস পরবর্তীকালে কিউবা, উত্তর কোরিয়া এইসব দেশগুলো সমাজতান্ত্রিক শিবিরেরই অন্তর্গত হয়। সমাজতান্ত্রিক শিবির একটা বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে পুঁজিবাদী শিবির আরেকদিকে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির। এতবড় একটা বিজয়ের পরবর্তীকালে অল্প সময়ের মধ্যেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপদের কিছু লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে পাকাপোক্ত হতে থাকে।

এই যে বিশাল শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির তা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শিবিরকে মোকাবেলা করার শক্তি হিসেবে, কোথাও কোথাও তাদের চেয়েও শক্তিশালী হিসেবে এবং সারা বিশ্বের মানুষের সমর্থন নিয়ে শান্তির পক্ষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো অবস্থান করছিল। সমগ্র বিশ্বের শোষিত মানুষ, যথার্থ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষও প্রবল আশা নিয়ে তাকিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। এতবড় শক্তি নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটার পরও, কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষায়, আবার এক গোলক ধাঁধায় পড়ে গেল। কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে যারা সোভিয়েত পার্টির শীর্ষে এল, তারা মার্কসবাদী বিপ-বী রাজনীতির যে সারমর্ম তার থেকে বিচ্যুত হয়ে ধীরে ধীরে বুর্জোয়া চিন্তার শিকার হয়ে গেল। শোধনবাদী আপোষকামী চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে আপোষকামী নেতৃত্ব, সুবিধাবাদী নেতৃত্ব আপোষ করেছে বুর্জোয়া জীবনযাপন, বুর্জোয়া ভোগবিলাস, বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী চিন্তা এই সবের সঙ্গে । ফলে চিন্তার জগতে, নীতি নৈতিকতার জগতে যে অবক্ষয় ধীরে ধীরে আসতে শুরু করল ক্রমাগত সেগুলি বড় হতে হতে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে পরিণত হল। ক্রুশ্চেভ শুরু করেছিল, কিন্তু ক্রুশ্চেভের সময়ে সবটা ধসে যায়নি, তখনও সমাজতন্ত্রের মূল ভিত্তি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও তার অর্থনীতির একটা শক্তভিত্তি ছিল। কিন্তু কালক্রমে শোধনবাদী রাজনীতি, আপোষকামী রাজনীতি ধীরে ধীরে সোভিয়েত পার্টিকে অধঃপতিত করল এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মর্মে-মূলে অবক্ষয় ধরিয়ে সমাজতন্ত্রকে ধসিয়ে দিল। কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে, যুদ্ধ মোকাবেলা করতে না পেরে শক্তিহীন হয়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেনি। এই পতন ঘটিয়েছে মার্কসবাদী বিপ-বী রাজনীতির যে শর্তগুলি, তার মধ্যে নানা ধরনের শোধনবাদী চিন্তার অনুপ্রবেশ। একটা বিপ্লবী তত্ত্ব, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ম, যা কার্যকরী আছে সেটাকে ধীরে ধীরে অকার্যকরী করার মতো করে যুক্তি করে তাকে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া শুরু করে দেয় শোধনবাদীরা। কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছেন কীভাবে বিপ্লবী চেতনার নিম্নমানের সুযোগ নিয়ে ক্রমাগত শোধনবাদী আক্রমণ ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন অনিবার্য করে তুলেছিল। এর মোকাবেলা কীভাবে হতে পারে সেটাও দেখিয়েছিলেন। পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে যে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী অহংবোধ ব্যক্তিমানসে ঢুকে পড়েছিল তা সকল সময়ে সত্য আহরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। কেউ কোনো কথা জানতো না, বুঝতো না, খোঁজ খবর রাখতো না বিষয়টি এরকম নাও হতে পারে। একটা সময় ছিল যখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) এর এক সময়কার ইংরেজি পত্রিকা 'স্যোসালিস্ট ইউনিটি' নামে প্রকাশিত হতো তা সংগ্রহ করত। হংকং এর একজন ব্যক্তি ৫০/৬০ কপি ক্রয় করে নিয়ে যেত। বোঝা যেত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বিভিন্ন আর্টিকেলগুলো যা বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হতো সেগুলো সংগ্রহ করতেন এবং পড়তেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের পার্টি সেসময় খুবই ছোট পার্টি। সেই পার্টির বক্তব্য সবাই পায়নি এটা ঠিক, কিন্তু একদম পায় নি এটা ঠিক না।

তাই যে কথা বলছিলাম, শুরুতেই ১৯৪৮ সালে উনি সাম্যবাদী শিবিরের আত্নসমালোচনা করেছেন। লক্ষণীয় যে সমালোচনা নয়, আত্নসমালোচনা করেছেন। নিজেকে সাম্যবাদী শিবিরের পার্ট এন্ড পার্সেল মনে করে, সম্পূর্ণ অংশীদার মনে করে, কমরেড স্ট্যালিনের জীবদ্দশাতেই সংকট ধীরে ধীরে ঘনীভূত হচ্ছে সেটা দেখিয়েছিলেন। টিটোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি দেখান যে, কীভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে খাদ হয়ে মিশে আছে।

শিবদাস ঘোষ অত্যন্ত সহজভাবে দেখিয়েছেন – ধারাবাহিকভাবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে কী বিপদ আসছে এবং সোভিয়েত নেতৃত্বের কী ধরনের ভুলের কারণে হাঙ্গেরিতে কী ধরনের বিপদ এল, পোলান্ডে কী সমস্যা এল, কী করে যুগোশে-াভিয়ার টিটো, যিনি আন্তর্জাতিকের অত্যন্ত অনুগত একজন নেতা ছিলেন অর্থাৎ কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর অত্যন্ত অনুগত, শক্তিশালী, সংগ্রামী মানুষ হিসেবে মার্শাল টিটো ছিলেন, কোন ধরনের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে ব্যবহার করে কীভাবে উনি, পূর্ব ইউরোপের অন্য দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যেও তার তার জাতীয় কমপে-ক্স বাড়িয়ে দিতে ঠিকই পারলেন। টিটো বহিষ্কৃত হলেন কিন্তু যে চিন্তাকে নিয়ে উনি এ সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন সেই চিন্তা উৎপাটনের জন্য যে লড়াই, সেই লড়াই কিন্তু তখনকার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব, এমনকী কমরেড স্ট্যালিনের সময়েও যথার্থভাবে হয়নি। ফলে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে বলকান জাতীয়তাবাদী চিন্তা বা উগ্র জাতীয়বাদী চিন্তার যে প্রভাব সেগুলি বাড়তেই লাগলো।

পরবর্তীকালে কমরেড স্ট্যালিন এগুলি বুঝতে পেরে আন্তজার্তিকতাবাদী চিন্তাভাবনার একটা নতুন রিজেনারেশনের সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। তখনকার সময়ে কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর মুখপত্র 'ফর এ লাস্টিং পিস, ফর পিপলস ডেমক্রাসি' বের হ'ত প্রাগ থেকে। তার মধ্যে অনেকে আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তাভাবনার রিজেনারেশনের জন্য লিখতে শুরু করেছিলেন।

কিন্তু কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েত তার বিংশতি কংগ্রেসে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ-ব, বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে জনগণের ইচ্ছার যন্ত্রে পরিণত করে বিপ-বের সম্ভাবনা – এসব, ও আরও অন্যান্য বিষয়ে শোধনবাদী চিন্তা, ভুল চিন্তা, অকার্যকর চিন্তা ক্রুশ্চেভ আমদানি করতে শুরু করলো। ঐ সব নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন। প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন একথা যখন আমরা বললাম তখন একদিন যারা সব মানতো, তারা মান্যতা না দেখাবার জন্য বলছেন যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম বিরোধিতা করেছিলো। উনি যে প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন তার কী প্রমাণ আছে? এখানে কে প্রথম, কে দ্বিতীয় বা তৃতীয়, তা প্রশ্ন নয় – মূল কথাটা হলো প্রতিবাদ যথার্থভাবে করা না করা। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের লেখা এবং তদানীন্তন বহু লেখায় বিষয়গুলির প্রতিবাদ বা সেই সব বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা যে করেছিলেন, বিশে-ষণ করেছিলেন এই প্রমাণ আছে। আর অন্যেরা যে পরে করেছে তারও প্রমাণ আছে। আমি এই নিয়ে মারামারি করছি না যে কে আগে করেছে কে পরে করেছে। সঠিক কথা বলার প্রশ্ন। এখন বলা হচ্ছে আলবেনিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে। কিন্তু আলবেনিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি এইসব কথা যতখানি উচ্চস্বরে বলেছে ততখানি তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে বলতে পারে নি। এই তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে বলতে না পারলে শোধনবাদী চিন্তাকে পরাস্ত করা অসম্ভব। রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ militancy, fervor দিয়ে এসমস্ত কাজ হয় না। আনোয়ার হোজা, তিনি তেজস্বী নেতা ছিলেন। স্ট্যালিনের অত্যন্ত অনুগত কমরেড ছিলেন। কিন্তু স্ট্যালিনকে যেভাবে denegrade করা হচ্ছিল, বিশে-ষণের মধ্য দিয়ে ডিফেন্ড করা যায়, সেই উচ্চ মানের তাত্ত্বিক বক্তব্য তিনি রাখতে পারেন নি। এই সব প্রশ্নে তদানিন্তন কালে যেসব কমিউনিস্ট নেতারা এমনকি প্রতিবাদ করেছেন তাদের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ সম্পূর্ণ বিশিষ্ট অবস্থানে আছেন। এগুলো আপনাদের পড়তে হবে, পড়ে বুঝতে হবে। তুলনামূলক পাঠ আজ খুব প্রয়োজন, বিশেষ করে যারা খুব গভীরভাবে বুঝতে চান।

এবার ভাবুন, যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন প্রক্রিয়া শুরু হল, সেই সময় থেকে আমাদের পার্টির শুরু। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যখন শোধনবাদী রাজনীতি প্রাধান্য বিস্তার করেছে সেই সময় আমাদের পার্টি বাংলাদেশের বুকে ১৯৮০ সালে আমরা শুরু করলাম। তার আগে ১৯৭২ সালে আমি প্রথম, জাসদের জন্ম যখন হয় নি, তখন জাসদের যে প্রধান নেতা সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। যে শে-াগানগুলি জাসদ তুলেছিল, সেই শে-াগানগুলি বাস্তবিক কি রূপে এদেশের বুকে একটা বিপ-বী রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হবে তার দিশা ছিল না। এই যে লক্ষ লক্ষ যুব শক্তি, বিশাল যুব শক্তি বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই যুবশক্তির অবস্থান ছিল, এতবড় প্রতিবাদী যুবশক্তিকে পথ দেখাতে পারছিলনা। কতগুলো শ্লোগানের জোরে আর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের যে ক্ষোভ, সেগুলির বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করতে করতেই বেশ খানিক দিন চলেছে। কিন্তু এটা বেশিদিন চলে না। যদি এই যুবশক্তিকে একটি ওয়েল ডিসিপি-নড্ বিপ-বী পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত করার মতো জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করা না যায়, তবে তাকে ধরে রাখা যাবেনা। যায়ও নি। সেইসময় কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা নিয়ে আমি জাসদের অভ্যন্তরে কাজ করতে পেরেছি। তার ফলে যুব সমাজের মধ্যে নেতৃত্বকারী বেশ কিছু মানুষকে প্রভাবিত করে এর পক্ষে এনেছিলাম। কিন্তু খেয়াল রাখবেন যে, বাস্তবিক তাদের জীবনে সেটাকে গ্রহণ করিয়ে, অনুশীলন করে নিজেদের সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলা বোলতে যা বোঝায়, সেই স্তরে আমি তাদের তুলতে পারিনি। এ আমার সাধ্যের অতীত ছিল। অলমোস্ট একটি পার্টির process of thinking নিয়ে চলা মানুষগুলিকে আরেকটা সম্পূর্ণ নতুন পার্টির process of thinking এ নিয়ে আসার ন্যায় প্রায় অসম্ভব একটা কাজের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম। ঢোকার মধ্যে আমার তখনকার যে সীমাবদ্ধ জ্ঞান, জ্ঞানের কিছু ঘাটতি ছিল। যাই হোক, এইভাবে আমাদের পার্টি 'বাংলাদেশর সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ' নিয়ে ১৯৮০ সালে যাত্রা শুরু করি।

এরপরে শুরু হয় আমাদের পার্টির মধ্যে 'পারবো না', 'পারলো না', 'তারাতো পারবে না', 'এইভাবে বলবে না' ইত্যাদি কথাবার্তা। 'পারবো না' – এই কথাটার মধ্যে যুক্তি থাকতে হয়। 'জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার্কসবাদ অবাস্তব', 'Ethical motherhood বা সার্বজনীন মাতৃত্ব আবার কী!', 'মায়ের আবার Ethical motherhood কী, মা তো মা!' প্রভৃতি প্রশ্ন তোলা হল। ethical motherhood মানে নিজের গর্ভের সন্তান না হলেও মা হওয়া যায়। একজন নারী অপরের সন্তানের প্রতিও অনির্বচনীয় এবং অকৃত্রিম মাতৃত্বের প্রকাশ তার চরিত্রে বৈশিষ্ট্যে ঘটাতে পারেন সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে। এই উপমহাদেশের বুকে কমরেড শিবদাস ঘোষ নতুন নতুন ধারণাসম্বলিত কিছু নৈতিকতা, কিছু মূল্যবোধ যা সাম্যবাদী সংস্কৃতির পরিপূরক নিয়ে এলেন, যা অন্য কেউ আনেন নি। Ethical, moral সকল ক্ষেত্রেই তার চিন্তা যেগুলোর কিছু কিছু যা বুঝেছি, তার সবই ডকুমেন্ট ছিল না, এসে যুক্তিতর্ক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এইভাবে একদল চলতে পারলেন না। জীবনে গ্রহণ করে ধারণ করার ক্ষমতা তাঁদের ছিলনা। 'জীবনের কতিপয় ক্ষেত্রে পারা যাবে', 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারা যাবে না' এই সব গোঁজামিলের কথা বলে তারা চলে গেলেন। পারলেন না বলে চলে গেলেন এবং মেজরিটি দেখিয়ে আলাদা একটা দল গঠন করলেন। সেই দল দাঁড়ালো না, দাঁড়ানোর কথা নয় – মার্কসবাদী কথাবার্তা বলতে বলতে মার্কসবাদ বিরোধী কার্যক্রম করলে কেউ টিকে থাকতে পারবে না।

পার্টির অনেক রকমের social backing থাকতে পারে। বহু বামপন্থী পার্টি *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

উন্নত সংস্কৃতি ও চেতনার উঁচু মান গড়ে তোলার সংগ্রামে এগিয়ে আসুন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) তো ভুল রাজনীতি করতে করতেই টিকে আছে। টিকে আছে মানে সত্যিকারের বিপ-বী শক্তি নিয়ে এদেশের বুকে গড়ে উঠছে বা উঠবে সেই সম্ভাবনা নেই এবং সেটা বুর্জোয়ারা ভালই বুঝতে পারে। ফলে এমন কিছু পার্টি তারা রাখবে যারা বামপন্থা ও মার্কসবাদের বুলি আওড়ে জনগণকে befool করতে পারে, বিপথগামী করতে পারে। বুর্জোয়াদের স্বার্থবুদ্ধি, তাদের ইনটিউশন নিজেদের স্বার্থের পক্ষে তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রখর। সাধারণভাবে সর্বহারা শ্রেণী যতক্ষণ তার নিজের শ্রেণীর স্বার্থে বিপ-বী পার্টি নির্মাণের সংগ্রামে নিখুঁত নিরবিচ্ছিন্ন না থাকবে, বুর্জোয়াদের সমান প্রখর ও তীক্ষ্ণ শ্রেণী স্বার্থবোধ অর্জন করা অসম্ভব।

আমি বোঝাতে চাইছি, বুর্জোয়াদের ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর। Class এর কথা বলছি আমি। তারা তাদের স্বার্থ রক্ষায় প্রচন্ড ঘ্রাণশক্তির অধিকারী। কোথাও স্বার্থে আঘাত পড়ার সম্ভাবনা থাকলে তাৎক্ষনিকভাবে বুঝতে পারে। শত্রুকে মূহুর্তের মধ্যে চিনতে পারে, চিহ্নিত করতে পারে। শত্রুর মধ্যে যে দোদুল্যমান, যে vulnerable যাকে সে ভেঙে ফেলতে পারে তাকে চিনতে পারে। তারা সেইভাবে ক্রিয়া করে।

যাই হোক, কমরেডস্, কমরেড শিবদাস ঘোষ এর মতো এসব কথা, এসব চিন্তা – সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায়, মূল্যবোধে, মার্কসবাদী রাজনীতিতে এত ব্যাপকতা নিয়ে এত কার্যকরীরূপে কোনও মার্কসবাদী নেতা ইতিপূর্বে বলেন নি। বলেন নি মানে, এতখানি প্রয়োজনই তাঁদের হয়নি। কারণ এতখানি সংকটের মধ্যে তাঁরা পড়েননি।

বুর্জোয়া মানবতাবাদ আজকে যেভাবে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে, তখন পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে নিঃশেষ হয় নি। স্বার্থপরতা আজ যে চরম ভয়ংকর রূপ নিয়েছে এসব কিছু দেখেননি অতীতের নেতারা। এগুলি দেখতে পেয়ে বিশ্বব্যাপী এবং নিজের দেশে একে কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে, আদর্শের শক্তি, যুক্তির শক্তি, নৈতিকতার শক্তি কত উচুঁ মানে তুললে এটাকে মোকাবেলা করা যাবে তা মহান নেতা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুংয়ের সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন। এই ভাবে আর কেউ বলেন নি। ভাল করে পড়াশুনা করলে বুঝতে পারবেন। আগে কেউ বলেননি মানে, অতীতের নেতারা চিন্তায়-ভাবনায় খাটো ছিলেন মনে করাটা ভুল, মূর্খতা। মার্কসবাদ একটা বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের এই নিয়ম। বিজ্ঞানের একটা তত্ত্ব যেমন স্থান ও কালের পাথর্ক্যের সাথে সাথে inadequate (অপর্যাপ্ত) হতে থাকে। কিন্তু ভুল বা মিথ্যে হয়ে যায় না, বিফলে যায় না। বিজ্ঞানের কোনো আবিস্কারই অকার্যকর হয়নি। তার স্থানে তার কালে সেগুলি সত্য। আমাদের বর্তমান স্থান-কালে যা সত্য ভিন্ন একটি স্থানে-কালে তা অপর্যাপ্ত। যেমন মহাকাশে ঘর বানাবার জন্য যে নিয়মে ড্রয়িং করা হবে সেটি পৃথিবী থেকে ভিন্ন। এইখানে যেটা কার্যকরী ঐখানে তা কার্যকরী না। ওখানে যেটা কার্যকরী এখানে সেটা কার্যকরী না। কাজেই সব সময় সত্য হল আপেক্ষিক, সত্য মূর্ত, সত্য বিশেষ। সত্য তার স্থানে-কালে complete বা পরিপূর্ণ এবং adequate – এইভাবে বুঝতে হবে। এই হল শিবদাস ঘোষের কথা, তাঁর শিক্ষা।

শোধনবাদী আক্রমণ মোকাবেলার অভাবে যখন সমাজতান্ত্রিক শিবির ধসে যাচ্ছে সেসময়ে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কার্যকারিতা বিশে-ষণ করে শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন শোধনবাদী আক্রমণ fight করার উপায় কী। সেটা করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ভারতের বুকে একটি বিকাশমান পার্টি গড়তে পেরেছেন। বিকাশমান – Slowly, but steadily they are growing, ঐ পার্টিটা বাড়ছে। তারা স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কী ভয়ংকর বিপরীতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে, শক্তিশালী হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিমূহুর্তে। বিজ্ঞানের বিশে-ষকদের জন্য এটা বোঝা সমস্যা নয়। অনেক গুরুগম্ভীর, অনেক serious বিষয়, এগুলি বুঝবার জন্য একটি উঁচু মানের সংস্কৃতি দরকার।

সবশেষে যে কথাটা বলতে চাই, কমরেড্স্ – মানা না মানার প্রশ্ন। যখনই 'না মানা'টা শুরু হল, 'না মানা' মানে যে অথরিটি এখনও কার্যকরী, যাকে মেনেই সামনের দিকে এগুতে হবে তাকে না মেনে, তাকে deny করে পতন শুরু করল। দেখুন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন স্ট্যালিনকে deny করে হয়েছে। স্ট্যালিনকে deny করছে মানে হল লেনিনকে deny করছে। কারণ স্ট্যালিন কে? স্ট্যালিন হলেন লেনিনবাদের ব্যাখ্যাকার। What is Leninism? লেনিনবাদই যে সাম্রাজ্যবাদ-সর্বহারা বিপ-বী যুগে মার্কসবাদ সেটা জগতকে শিখিয়েছেন স্ট্যালিন। লেনিন যে কথা বলে গিয়েছেন সেটা জগতকে পাল্টানোর জন্য কীভাবে বুঝতে হবে সেটা শিখিয়েছেন স্ট্যালিন। এই শেখানোর মধ্য দিয়ে নেতা হয়েছেন, শিক্ষক হয়েছেন, পথপ্রদর্শক হয়েছেন। মার্কসবাদের fundamentals তো মার্কস-এঙ্গেলসই দিয়ে গেছেন। লেনিনকে শুনতে হয়েছে, এসব কথা তো মার্কসই বলে গেছেন। আর স্ট্যালিনকে বলা হয়েছে, সবই তো লেনিনের কথা, তুমি আর কী বললে? এইভাবে অনেকেই ভুল বোঝাবার, বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো নেতা আবার মার্কসবাদের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এগুলি সবই ভুল, তাই দাঁড়ায়নি। বরং লেনিন-স্ট্যালিনের যে Interpretation বা বিশে-ষণ সেটাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এই মহান নেতাদের ছাত্র হিসাবে শিবদাস ঘোষ একইভাবে তাঁর সময়ে যেসব সমস্যা দেখেছেন তাকে মোকাবেলা করেছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমুন্নত রেখেছেন। মার্কস এঙ্গেলসের সময়ে একটা বিপ-বী পার্টির ধারণা এসেছে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালকে কেন্দ্র করে। এসেছে মানে হলো কোনো একটা দেশে বিপ-বের জন্য ওনারা পার্টি তৈরী করতে পারেন নি। ওনারা কী করেছেন? ওনারা দেখিয়েছেন, বিপ-বী পার্টি ছাড়া, বিপ-ব ছাড়া, সাম্যবাদ ছাড়া, সমাজতন্ত্র ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই। কীভাবে পুঁজিবাদ অবক্ষয়ী সামাজিক ব্যবস্থা এটা বুঝিয়ে তার ভিত্তিতে বিপ-বী পার্টি করতে হবে একথা বুঝিয়েছেন। কিন্তু বিপ-বী পার্টি দেশে দেশে কীভাবে গড়তে হবে মার্কস এঙ্গেলেস সেটা বিস্তারিত বলে যান নি। মার্কস-এঙ্গেলসের পরে লেনিন বিশেষ দেশের বিশেষ বিপ-ব ঘটাতে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে মার্কস-এঙ্গেলস এর এই আদর্শ জগৎব্যাপী প্রয়োজন। তিনি এই আদর্শের কার্যকারিতা বুঝিয়েছেন। এখন তাকে কীভাবে বাস্তবীকৃত করতে হবে, সেটা নিজেদের দেশের বুকে একটা বিপ-বী পার্টি তৈরীর সংগ্রাম করতে গিয়ে বুঝেছেন। প্রত্যেক দেশে দেশে ন্যাশনাল বাউন্ডারির মধ্যে মধ্যে সব পার্টিকেই বিপ-ব করতে হবে। সেই বিপ-বের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক, তার কন্টেন্ট আন্তর্জাতিক, ফর্ম জাতীয়। এভাবে বিশ্ববিপ-বের একটি ধারণা কমরেড লেনিন দিয়েছিলেন। আমি এ স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত বলতে পারবো না।

লেনিন বলেছেন যেহেতু মার্কসবাদ একটা বিজ্ঞান পরবর্তীকালে যারাই মার্কসবাদী বিপ-বী রাজনীতি দেশে দেশে সংগঠিত করবে, বিপ-ব করবে তাদের কিন্তু এই বিপ-বী তত্ত্বকে ক্রমাগত বিকশিত করে উন্নত করত হবে। কমরেড স্ট্যালিন বলছেন যে, পার্টি সংক্রান্ত ধারণা এ পর্যন্ত যেটা কমরেড লেনিন develop করিয়েছেন এটাই শেষ না, continuously অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত আরও বিকশিত করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ তাকে আরও develop করেছেন, আরও enrich করেছেন এবং আরও প্রাঞ্জল-বাস্তব কার্যকরীভাবে বিকশিত করেছেন। এবং তিনি মার্কসবাদী বিপ-বী রাজনীতিতে যৌথ নেতৃত্বের ধারণাকে এক নতুন মূর্ত রূপে জগতের সামনে এনেছেন। আপনারা বই পড়ুন, পড়লে বুঝতে পারবেন। কারণ মার্কসবাদ তো আপনার বোঝার জন্য, পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের জন্য নয়। প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক শব্দ যদি বুঝিয়ে দিতে হয় তাহলে খুব অন্যায় কথা। আপনাদের পড়তে হবেই। পড়ে আপনারা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে, তর্ক-বিতর্ক করতে আসবেন, বুঝ আরও উন্নত করবেন। সেই কারণে আমি বলছি আপনারা গভীরভাবে পড়াশুনা করলে বুঝতে পারবেন কমরেড শিবদাস ঘোষ কমিউনিস্ট পার্টি-সর্বহারা বিপ-বী পার্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন কিছু কথা বলেছেন। যার আধারে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন করে যেতে হবে। এটা এজন্য বলছি কোনো একটি বিপ-বী তত্ত্ব, যেটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী তত্ত্ব, সেটা যখন আগের চিন্তাকে আরও উন্নত, আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ করার জন্য আসে, সেটা গোটা বিশ্বের জন্য সার্বজনীন – ইউনিভার্সাল। কথাটা এরকম না যে, শিবদাস ঘোষের চিন্তা ছাড়া দুনিয়া চলবে না। শিবদাস ঘোষ ছাড়া বিপ-ব হবে না! বিপ-ব করা যাবে না! এইভাবে তাচ্ছিল্য করে কথা বললে চলবে না। লেনিনের চিন্তা ছাড়া বিপ-ব করবেন কীভাবে? মার্কসবাদ ছিল, কিন্তু স্ট্যালিন বলছেন, লেনিনবাদ ছাড়া বিপ-ব করা যাবে না। লেনিনবাদ না বুঝলে দুনিয়ায় বিপ-ব হবে না। তো লেনিন সেই ব্যক্তি। সেই যুগে মার্কসের পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদ-সর্বহারা বিপ্লবী যুগে লেনিনকে মানতেই হবে মার্কসবাদী হলে। মার্কসবাদ মানেই হলো বিজ্ঞান। পরিপূর্ণ বিজ্ঞান। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের সকল branch-গুলোকে co-ordinate করে যে জেনারালাইজড্ বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে সেটাই মার্কসবাদ। 'মার্কসবাদ' কথাটা মার্কসের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদ মানে হল বিজ্ঞান – দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞান।

তাহলে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব কেউ যদি develop করিয়ে থাকে তবে দুনিয়ার সকলের জন্য তা ইউনিভার্সাল কার্যকরী। এটা মানতেই হবে। না মানলে কী বিপ-ব করতে পারবেন? প্রশ্ন তুলেছেন, 'ঐ দেশে (ভারত) তো বিপ-ব হয় নি'। দেখুন, মার্কস তো বিপ-ব করতে পারেননি। তাহলে দুনিয়ার এতবড় নেতা হলেন কী করে? বিপ্লব না করেও দুনিয়ার বিপ্লবের জন্য কত বড় আদর্শকে এই মহান নেতা রেখে গেলেন। কাজেই তাচ্ছিল্য করবেন না। শিবদাস ঘোষ অমোঘ এবং কার্যকরী একথা বুঝতে হবে কমরেডদের। অনুশীলন করলেই বুঝতে পারবেন, সংস্কৃতি থাকলে বুঝতে পারবেন। জীবন পাল্টানোর সংগ্রাম করলেই বুঝতে পারবেন কত বড় দরকারী আদর্শ এটি।

'আমরা শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে উঠি নি' – প্রথম ওঁরা এই কথা বললেন, এখন আবার বলছেন – 'না, কিছুতো ওনার কাছ থেকে শিখেছি', কিন্তু কি শিখেছেন সেটা কনক্রিটাইজ করে বলতে পারছেন না। কি শিখেছেন বলতে গেলে যদি ফাঁদে পড়ে যান! মহা মুশকিল। কমরেডরা যখন বলল, 'আমরাতো গড়ে উঠেছি এইভাবে', তখন বললেন, 'না এইভাবে গড়ে উঠি নি'। তারপর দেখলেন যে এইভাবে বললে পুরো পার্টি খালি হয়ে যাবে – বেশি জোরে বললে শূন্য হয়ে যাবে। তখন বলছেন, 'কিছু শিখেছি'। বুর্জোয়া স্বার্থ এমন এক জিনিস, যে এক মুহূর্তে বুঝতে পারে বিপদ। বিপদ বুঝতে পেরে তখন সামাল দেয়ার জন্য আবার গোঁজামিলের কথা শুরু করে দিল।

তেং শিয়াও পিং, মাওসেতুং কে না মানার মধ্য দিয়ে চীনের কী অবস্থা করল? মাও সেতুংকে না মানার মধ্য দিয়ে চীন ধ্বংস হয়ে গেল, স্ট্যালিনকে না মানার মধ্য দিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হয়ে গেল। তাহলে বোঝেন অথরিটি কাকে বলে? আমাদের একটা ছোট্ট পার্টি, সেটা ধসার জন্য কী লাগবে? সোভিয়েত পার্টির তুলনায়, চীনের পার্টির তুলনায় আমাদের পার্টি কী? অণু পরমাণুও তো না সেই অর্থে? অথরিটিকে অস্বীকার করে অত বড় বড় পার্টিগুলি ধসে গেছে।

চীনের নেতারা, দেঙ জিয়াও পিং-রা একসময় সামাল দেয়ার জন্য বলেছিলেন, মাও সেতুঙ-এর কথা ৭০ পারসেন্ট ঠিক, ৩০ পারসেন্ট ভুল! এ ধরনের গোঁজামিল করে যুক্তি এনারাও দিচ্ছেন। শিবদাস ঘোষ বলেছেন, চেতনার অনুন্নত মান হলো বিপদ। কমরেডদের অনুন্নত মানের সুযোগ নিয়েছেন। এসব আপনাদের বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে, আপনাদের দায়িত্ব। আমি বলতে শুরু করেছি বলে কী সব আমার দায়িত্ব নাকি? আসুন সবাই এগিয়ে আসুন! আপনাদের বলছি, সব সমর্থক-দরদী হয়ে আছেন! সমর্থক-দরদী নয়, কর্মী হয়ে যান, সংগঠক হয়ে যান, নেতা হয়ে যান। এই পার্টির আগে কর্মী হন। পার্টিতে ছেলে-মেয়ের আলাদা বিচার নেই, পার্টিতে বয়স্ক ও যুবকদের জন্য আলাদা মানদণ্ড নেই, পার্টি হলো যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের জায়গা। যোগ্যতা অনুযায়ী থাকবেন তাঁরা। একটা কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার এটাই তো যোগ্যতার ব্যাপার, গৌরবের ব্যাপার! জগতের সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয়! কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার হয়েই শুরু করুন রাজনীতি। সেটা হয়েই আনুগত্য নিয়ে কাজ শুরু করুন। আনুগত্য মানে নিয়মের শাসনের কাছে আনুগত্য, কোনো ব্যক্তির কাছে না। জগৎ পরিবর্তনের যে নিহিত নিয়ম সে মেনেই একজন বিজ্ঞানী তার উপরে ক্রিয়া করে, তাকে accelerate করে, তাকে develop করায়। এর মানে হলো, নিয়ম মানুন, নিয়ম বুঝে ক্রিয়া করুন। না মানার লোকই হলো 'victim of natural laws'। মান্যতা মানেই হল জ্ঞানের প্রতি মান্যতা, স্বেচ্ছায় মান্যতা। কাজেই এখানে বড় ছোট কেউ নেই, সবাই আপনারা বিপ-বী পার্টির কর্মী সংগঠক এবং লড়াই করতে করতে নেতা হয়ে উঠবেন। আপনাদের দায়িত্ব বিপ-ব করা এই দেশে। আমার চেয়ে কম বয়সী বলে সবাই খুবই ভাল করে পারবেন। চমৎকার করে পারবেন, এখনও সময় আছে। এই আহবান রাখতেই থাকবো।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও জমায়েতের একাংশ

শ্রম আইন : মালিকের স্বার্থ রক্ষা করবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মন্ত্রীসভা। যা ইতিমধ্যে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে শ্রম আইনের সংশোধনীর কয়েকটি ধারা তুলে ধরা হল।

মালিক তোষণের এই সংশোধিত শ্রম আইনের ২(৪৫) ধারায় মজুরি সংজ্ঞা থেকেও বাড়ি ভাড়া বাদ দেয়া হয়েছে। এতে শ্রমিকরা ছুটিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার বাবদ যে আর্থিক সুবিধা পেতো, তা আর পাবেন না নতুন আইনে। এমনকী নতুন ন্যূনতম মজুরি প্রণয়ণের ক্ষেত্রেও বাড়ি ভাড়ার বিবেচনা নাও নিতে পারে মজুরী বোর্ড। এতে শ্রমিকদের হারাবে তার বাড়ি ভাড়া বাবদ ন্যায্য মজুরি। অথচ শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপী সরকারি বেসরকারি সকল চাকুরির ক্ষেত্রে বেতনের সঙ্গে বাড়ি ভাড়া যুক্ত আছে।

এমন অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় প্রস্তাবের মতোই শ্রম আইনের ২৩(৩) ও ৪(ছ) ধারায় বলা হয়েছে, "প্রতিষ্ঠানের উশৃংখল বা দাঙ্গা হাঙ্গামামূলক আচরণ; অগ্নি সংযোগ, ভাংচুর, অন্যের কাজে বাধা প্রদান অথবা শৃংখলা হানিকর কোন কর্মজনিত অসদাচরণের কারণে শ্রমিক বরখাস্ত হইলে কোন ক্ষতিপুরন পাইবে না।" আইনের এই সুযোগ নিয়ে যে কোন শ্রমিককে যে কোন সময় শৃংখলা ভংগের অভিযোগে চাকুররি চ্যুত করতে পারে মালিক পক্ষ। এমনকী উচ্চস্বরে কথা বলাসহ যে কাউকে অসদাচরনের দায়ে অভিযুক্ত করা সম্ভব। ফলে আইনের এই ধারাকে ব্যবহার করে চাকুরিচ্যুত করার অবাধ সুযোগ দেয়া হয়েছে মালিকদের। এভাবে কাউকে চাকুরিচ্যুত করলে একটি টাকাও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এমনকী বহুবছর ধরে চাকুরি করলেও প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটিসহ কোনো আর্থিক সুবিধা পাবেন না সংশি-ষ্ট শ্রমিক।

গামেন্টস কারখানাগুলোতে বেতন ভাতা বাড়ানোসহ কোন দাবিতে বিক্ষোভ করলেও তাকে অসাদচরনের অভিযোগে চাকুরিচ্যুত করার সুযোগ পাবেন গামেন্টর্স মালিকরা। ফলে কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকারতো দূরে থাক, মিছিল মিটিং করলেও শূন্যহাতে ফিরে যাওয়ার আশংকায় থাকতে হবে শ্রমিকদের।

সংশোধিত আইনের ২৭ এর(৩) খ ধারায় বলা হয়েছে, বিনা অনুমতিতে ১০ দিনের বেশি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে চিঠি দিয়ে চাকুরীচ্যুত করা হবে। এখানেও আগের মতো শ্রমিকদের কোনো আর্থিক সুবিধা দেয়া হবে না। এখন যদি কোনো শ্রমিক যদি ৮/৯ দিন পর কারখানায় যোগ দিতে আসে আর মালিক পক্ষের লোকজন যদি তাকে ঢুকতে না দেয় তাহলে ঐ শ্রমিকের কিছুই করার থাকবে না। তা সে যতদিনই কাজ করুক না কেন ঐ কারখানায়। ফলে বিনা বেতনে কাউকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রেও এই অস্ত্রের প্রয়োগ হবে তা বলাই বাহুল্য।

১৯৬৮ সাল থেকে দেশের সকল কারখানার মুনাফ-ার ৫ শতাংশ শ্রমিকদের কল্যাণে খরচের বিধান রয়েছে। কিন্তু সংশোধিত শ্রম আইনে ২৩২(৩) এবং ২৩৩ ধারায় তৈরি পোষাক খাতকে বাদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তৈরি পোষাক কারখানার মুনাফার ৫ শতাংশ শ্রমিকদের জন্য খরচ করতে হবে না! বাকী সব কারখানার জন্য তা বহাল থাকবে। রাষ্ট্র কতটা অগণতান্ত্রিক হলে এমন বৈষম্যমূলক আইন করতে পারে! কোম্পানির মুনাফার ৫ শতাংশ শ্রমিকদের কল্যাণে খরচ থেকে এখাতকে ছাড় দেয়ায় শ্রমিকদের পিঠে নতুন করে ছুরি বসানো হয়েছে। আইন করে ছাড় দেয়ায় পোয়া বারো গামেন্টস ব্যবসায়ীদের। বিশ্ব দরবারের যখন তৈরি পোষাক শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোসহ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার আওয়াজ উঠেছে; তখন সরকার বৈষম্যমূলকভাবে এক দেশে দুই আইন প্রণয়ন করে মালিকদের মুন-াফা লুণ্ঠনকে পাকাপোক্ত করছে, খর্ব করছে শ্রমিক স্বার্থ।

৩৬ ধারায় গামেন্ট শ্রমিকদের বয়স সম্পর্কে সনদ হিসেবে জন্ম সনদপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জন্ম সনদ যোগাড়ে শ্রমিকদের গুণতে হবে শত শত টাকা। সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের হয়রানি তো আছেই। তৈরি পোষাক কারখানায় শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হওয়ায় বেশিরভাগ শ্রমিকই ভোটার। তাই জাতীয় ভোটার পরিচয়পত্রের মাধ্যমেই বয়স প্রমাণ করা যথেষ্ট। কিন্তু সংশোধিত আইনে শ্রমিকদের অধিকার বাড়ানোর আয়োজন না থাকলেও শ্রমিকদের ঘাড়ে বাড়তি ঝামেলা চাপানো হয়েছে।

২০৫ ধারায় পার্টিসিপেটরী কমিটি গঠনে শ্রমিকদের যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ট্রেডইউনিয়ন না থাকায় শ্রমিক প্রতিনিধি কে নির্ধারণ করবে? নিশ্চিতভাবেই মালিকদের অনুগতদের এই পার্টিসিপেটরি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করবেন মালিকরা।

আগের আইনে ১০০-র বেশি শ্রমিক থাকলে গ্রুপ বীমা করার কথা বলা উলে-খ ছিল। অথচ এবারের সংশোধনে ২০০ শ্রমিক থাকলে গ্রুপ বীমা করার কথা বলা হয়েছে। তার মানে ২শ' শ্রমিকের কম থাকলেও সেসব কারখানাগুলোকে গ্রুপবীমা থেকে ছাড় দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হলো। এমন আরও কিছু বির্তকিত সংশোধনী আনা হয়েছে শ্রম আইনে। যেগুলো বাস্তবায়ন করা হলে শ্রমিকদের ঘাড়ে চেপে বসবে মালিকরা। এই আইনের মাধ্যমে আরো বেশি বৈধতা দেয়া হবে মালিকদের শোষণ-নিপীড়নসহ অন্যায় অত্যাচার। চরমভাবে লজ্ঘিত হবে শ্রমিকদের অধিকার।

তৈরি পোষাক শিল্পের ৪০ লাখ শ্রমিকের ৮০ ভাগই নারী শ্রমিক। যাদের নিয়ে প্রতিমূহুর্তে গর্ব অনুভব করেন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই। অথচ সংশোধিত শ্রম আইনে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসের করার কথা থাকলেও তা করা হয় নি। সরকারিভাবে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা হয়েছে। কিন্তু যাদের রক্ত-শ্রম আর ঘামে প্রতিবছর প্রায় ১৮/২০ বিলিয়ন ডলার দেশে আনছে, সেই তৈরি পোষাকের নারী শ্রমিকরা পাবেন মাত্র এক/দু'মাস। এরচেয়ে বড় শঠতা আর কী হতে পারে?

মালিক পক্ষের অনুমোদন নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করার যে সুযোগ রাখা হয়েছে তা আদৌও কতটা কাজে লাগবে তা নিয়েও রয়েছে সংশয়। কারণ কোন মালিকই চাইবে না তার কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকর থাকুক। তাই কাগজেপত্রে এমন ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগ রাখা আসলে আলংকারিক ছাড়া আর কিছু নয়। বরং তা প্রতারণা মাত্র।

শ্রমিকদের মামলা পরিচালনায় আগের মতো আইনজীবিদের পাশাপাশি ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিদের রাখার সুযোগও খর্ব করা হয়েছে শ্রম আইনের সংশোধনীতে। এতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে শ্রমিক নেতাদের মামলা মোকাদ্দমা পরিচালনার সুযোগ থাকলো না। ফলে কম বেতনের এসব শ্রমজীবিরা আরও বেশি ক্ষতিগ্র হবেন।

সব মিলিয়ে শ্রম আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে বঞ্চিত শ্রমিকদের আরও বেশিমাত্রায় বঞ্চিত করার আয়োজন আরও পাকাপোক্ত করা হবে। চলতি সংসদ অধিবেশনে আইনটি পাশের আগে অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক এসব ধারা বাতিল করে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা এখন সময়ের দাবি।

মাগুরছড়া দিবসে মৌলভীবাজারে বাসদের বিক্ষোভ

মাগুরছড়া দিবস উপলক্ষে বাসদ, কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি মৌলভীবাজার জেলা শাখার এক বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। উপস্থিত ছিলেন বাসদ মৌলভীবাজার জেলার সংগঠক আব্দুর রউফ রুবেল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সংগঠক রাশেদ আহমেদ, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, মৃণাল দাস প্রমুখ। উল্লেখ্য ১৯৯৭ সালে মৌলভীবাজারের মাগুরছড়ায় বহুজাতিক কোম্পানী অক্সিডেন্টালের তত্ত্বাবধানে চালিত গ্যাসকূপে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। পুড়ে যায় হাজার হাজার কোটি টাকার গ্যাস। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রকৃতি ও পরিবেশের। ঘটনার পর ১৫ বছর কেটে গেলেও এক টাকাও ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারেনি দেশের সরকার।

৪ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল মহাজোট সরকারের গণবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ

গত ১৫ জুন অনুষ্ঠিত চারটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে সবকটিতে সরকারি প্রার্থীদের পরাজয়ের ঘটনাকে মহাজোট সরকারের দুর্নীতি-লুটপাট-দলীয়করণ-সন্ত্রাস, স্বেচ্ছাচারী শাসন এবং মূল্যবৃদ্ধি-বিদ্যুৎসংকটসহ জনজীবনে সংকট সৃষ্টিকারী নীতির বিরুদ্ধে জনমনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অনাস্থার প্রতিফলন বলে মন্তব্য করেছে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও বাসদ। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা-এর কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ এবং বাসদ-এর এক সভার প্রস্তাবে এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ১৬ জুন বেলা ১২টায় বাম মোর্চার অস্থায়ী কার্যালয়ে কমরেড আবদুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড সাইফুল হক, কমরেড আবদুস সাত্তার, কমরেড হামিদুল হক, আমেনা বেগম এবং বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, অতীতের বিএনপি-জামাত জোটের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ জনগণের ভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচিত মহাজোট সরকারের এই গণবিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করছে জনগণের আকাঙ্খা পূরণে তাদের ব্যর্থতার পাল্লা কতটা ভারী হয়ে উঠেছে। তবে জনগণের পরিবর্তনের প্রত্যাশা যাতে অতীতের মত ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দেয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটায় তার জন্য প্রয়োজন জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে বিকল্প রাজনৈতিক ধারাকে শক্তিশালী করা। বাম মোর্চা ও বাসদ সেই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামে এগিয়ে আসার জন্য সকল বাম-প্রগতিশীল শক্তি ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানায়। নেতৃবৃন্দ একইসাথে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে এবারের নির্বাচনে যেভাবে টাকার খেলা হয়েছে এবং ধর্ম-আঞ্চলিকতা-পেশীশক্তি ব্যবহার, প্রশাসন ও প্রচারমাধ্যমের অপব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে এমন পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যা জনগণকে লুটেরা রাজনীতির দ্বি-দলীয় ধারার মধ্যেই আটকে রাখে।

ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা সরকারি কলেজ শাখার ১০ম সম্মেলন ও নবীনবরণ

১২ জুন ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা সরকারি কলেজ শাখার ১০ম সম্মেলন ও নবীনবরণ কলেজ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ আহ্বায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির স্কুল বিষয়ক সম্পাদক সত্যজিৎ বিশ্বাস, জেলা কমিটির সভাপতি নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মিঠুন রায়, বজলুর রহমান, শামীম আরা মিনা, পরমানন্দ দাস, সুমাইয়া বিনতে সাদেক নোলক, মিলন। শেষে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী সঙ্গীত পরিবেশন করে।

রানাপ্লাজায় নিহত-আহতদের ক্ষতিপূরণ এবং মালিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

গাইবান্ধা : ১১ জুন বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে সাভারের রানা প্লাজায় আহত-নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ এবং মালিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাসদ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ আহ্বায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, সদস্য সচিব মনজুর আলম মিঠু, সদর থানার আহ্বায়ক এড.নওশাদুজ্জামান, সদস্য সচিব আবু রাহেন শফিউল্যাহ, কাউন্সিলর সুভাসিনী দেবী।

রংপুর : সাভারে শ্রমিক গণহত্যার বিচার, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং গণবিরোধী বাজেট প্রত্যাখ্যান করে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও বাসদ রংপুর জেলার উদ্যোগে গত ১১ জুন সন্ধ্যায় নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে জাহাজ পায়রা চত্বরে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, গণসংহতি আন্দোলনের জেলা সংগঠক আহসান আহমেদ, সুলতান মাহমুদ শিশির, বাসদ সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু।

ঢাকা কলেজে নবীনবরণ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা কলেজ শাখার উদ্যোগে গত ৮ জুন সকাল ১০টায় কলেজ অডিটোরিয়ামে সম্মান প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। নবীনবরণে সাভারে ভবন ধসে শ্রমিক হত্যার বিচার এবং ঢাকা কলেজকে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিক বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি জানানো হয়। নবীনবরণে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় সংগঠক কল্যাণ দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান, পরিচালনা করেন কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল আবেদীন উল্লাস। আলোচনা শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এছাড়া প্রথম বর্ষের নবীন বন্ধুরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ক্ষুদিরাম পাঠাগারের নবনির্মিত কার্যালয় উদ্বোধন এবং রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী পালিত

ক্ষুদিরাম পাঠাগারের নবনির্মিত কার্যালয় উদ্বোধন এবং রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে গত ৭ জুন বিকেল ৫টায় পাথরঘাটাস্থ পাঠাগার চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি হোড়ের সভাপত্বিতে বক্তব্য রাখেন বেসরকারি গণগ্রন্থাগার সমিতি চট্টগ্রাম শাখা সভাপতি এড. নাজমূল হক সিকদার, পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাকালীন সংগঠক এড. শফীউদ্দিন কবির আবিদ, শিশু কিশোর মেলার সম্পাদক সত্যজিত বিশ্বাস, মো: আয়েনউদ্দিন, জয়দ্বীপ ভট্টাচার্য। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক সমির মলি-ক। আলোচনা সভা শেষে ক্ষুদিরাম পাঠাগারের নবনির্মিত কার্যালয় উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মাইনুল হাসান চৌধুরী, বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুশান্ত বড়ুয়া।

আলোচনা সভা শেষে পাঠাগার সংগঠক ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য সোমার পরিচালনায় পাঠাগার সদস্যদের অংশগ্রহণে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে

শহীদ জননীর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন

গাইবান্ধায় মহিলা ফোরামের র‍্যালি (উপরে)
কারমাইকেল কলেজে ছাত্র ফ্রন্টের র‍্যালি (নিচে)

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে শহীদ জননীর ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২২/১ তোপখানা রোডের ষষ্ঠ তলায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সকাল ৮টায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শহীদ জননীর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, সদস্য তাছলিমা আক্তার বিউটি, নাঈমা খালেদ মনিকা।

বিকাল সাড়ে ৫টায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আফসানা বেগম লুনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক তাসলিমা নাজনীন সুরভী, সদস্য তাছলিমা আক্তার বিউটি। আলোচকরা বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জনগণের ওপর যে ভয়াবহ শোষণ-লুটপাট চালাচ্ছে, সেটাকে টিকিয়ে রাখার অংশ হিসেবে সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। এই অবক্ষয়েরই একটি দিক হচ্ছে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নারীকে কখনো বাজারের পণ্যে পরিণত করছে, কখনো তাকে ঘরের ভোগ্যসামগ্রীতে পরিণত করছে। যে কারণে নারী ও শিশুরা প্রতিদিন ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপের মতো ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এই নারীরাই যখন গার্মেন্ট কারখানায় কাজ করতে যাচ্ছে সেখানে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আগুনে পুড়ে মরছে, ভবন ধসে মরছে।

আলোচকগণ বলেন, জাহানার ইমামের সমগ্র জীবন সামাজিক স্বার্থের সাথে, দেশের স্বার্থের সাথে গভীরভাবে একাত্ম। এই একাত্মতার শক্তিতেই তিনি একদিন নিজের ছেলেকে স্বাধীনতার যুদ্ধে উৎসর্গ করেছিলেন, স্বামীকে উৎসর্গ করেছিলেন। আন্দোলনের প্রয়োজনে মরণব্যাধী ক্যান্সার নিয়েও রাজপথে নেমে এসেছিলেন। আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি সেদিন সরকারের পুলিশের লাঠিপেটার শিকার হয়েছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার আসামী হয়েছেন। কিন্তু তিনি পিছপা হননি। তাঁর সংগ্রামী জীবনের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামে নারীসমাজের সামনে জাহানারা ইমাম আলোকবর্তিকা হিসাবে বিরাজ করছেন।

এদিন সকালে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে মীরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে অবস্থিত শহীদ জননীর সমাধিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিক, আবু নাঈম, কল্যাণ দত্ত, মর্জিনা খাতুন, মিরপুর থানা বাসদ নেতা সাইফুল ইসলাম কিরণ, শ্রমিক ফ্রন্ট নেতা ইসমাইল হোসেন, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা রাজ প্রমুখ।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শহীদ জননীর সমাধিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, সদস্য কল্যাণ দত্ত, নাঈমা খালেদ মনিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাশেদ শাহ-রিয়ার, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

গাইবান্ধা : ২৭ জুন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে সকাল ১১টায় র‍্যালি এবং পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন কমরেড বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, জেলা বাসদ আহ্বায়ক কমরেড আহসসানুল হাবীব সাঈদ, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি এড. সুলতানা আকতার রুবি, মহিলা ফোরাম গাইবান্ধা জেলার সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গাইবান্ধা জেলার সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ। এতে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম গাইবান্ধা জেলা শাখার সভাপতি রোকেয়া খাতুন।

রংপুর : ২৬ জুন সকাল ১১টায় রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি হলে মহিলা ফোরামের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। আরো আলোচনা করেন মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি, কারমাইকেল কলেজের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ সৈয়দা সাহারা ফেরদৌস, জেলা বাসদ নেতা আনোয়ার হোসেন বাবলু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রভাষক আরশেদা খানম লিজু, পরিচালনা করেন প্রভাষক সুরাইয়া বেগম শাপলা।

ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রেদুয়ানুল ইসলাম বিপুল, বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, আহসানুল আরেফীন তিতু, রোকনুজ্জামান রোকন, আবু রাহেন। আলোচনা সভার পূর্বে একটি র‍্যালি কলেজ ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এছাড়া সকালে কলেজ ক্যাম্পাস স্থাপিত শহীদ জননীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় এবং কালোব্যাজ ধারণ করা হয়।

২০ মে 'চা শ্রমিক দিবস' পালিত

১৯২১ সালের ২০ মে চাঁদপুর মেঘনা নদীর স্টিমার ঘাট চা-বাগান মালিকদের মদদে ব্রিটিশ গোর্খা সৈন্যের নির্বিচার গুলিবর্ষণে চা শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। মালিকদের নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কাছাড় ও সিলেট অঞ্চলের প্রায় ৩০ হাজার চা শ্রমিক বিদ্রোহ করে নিজ 'মুল্লুকে' অর্থাৎ নিজ জন্মস্থানে ফিরে যেতে চাইলে মালিক ও সরকার পক্ষ হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। মালিকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমজীবি গরীব মানুষকে পৈশাচিকভাবে হত্যার এই দিনটিকে প্রতিবারের মতো এইবারও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করে। সিলেটের মালনীছড়া চা বাগান, লাক্কাতুরা চা বাগান ও তারাপুর চা বাগানসহ বিভিন্ন বাগানে অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করে সকাল ৭টায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণকালে উপস্থিত ছিলেন বাসদ সিলেট জেলা আহবায়ক উজ্জ্বল রায়, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক হৃদেশ মুদি, শ্রমিক ফ্রন্ট নেতা সুশান্ত সিনহা, চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা আহবায়ক বীরেন সিং, মালনীছড়া চা বাগানের সভাপতি সন্তোষ নায়েক, সন্তোষ বাড়াইক, আশা সবর, লাক্কাতুরা চা বাগানের সাধারণ সম্পাদক লাংকাট লোহার, শেলী লোহার, বচন কালোয়ার, আমেনা বেগম, তারাপুর চা বাগানের সংগঠক রঞ্জন মুদি, রাখাল, বিশ্বজিৎ, সঞ্জীব, প্রমুখ।

বিকাল ৩টায় মালনীছড়া চা বাগানের সভাপতি সন্তোষ নায়েকের সভাপতিত্বে এবং বচন কালোয়ারের পরিচালনায় আলোচনা সভা মালনীছড়া পূজামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে একটি র‍্যালি সভাস্থল থেকে শুরু হয়ে রেস্টক্যাম্প বাজার প্রদক্ষিন করে পুনরায় সভাস্থলে এসে শেষ হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ সিলেট জেলা আহবায়ক উজ্জ্বল রায়, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক হৃদেশ মুদি, সুশান্ত সিনহা, বীরেন সিং, সন্তোষ বাড়াইক, আশা সবর, গৌরা প্রসাদ মোহন্ত, শেলী লোহার, রঞ্জন মুদি, লাক্কাতুরা চা বাগানের আমেনা বেগম, হিলুয়াছড়া চা বাগানের মদন গঞ্জু, মালনীছড়া চা বাগানের অজিত রায় প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তাগণ বলেন, চা শ্রমিকদের অতীত আমরা সবাই জানি। "গাছ হিলায়েগা তো পয়সা মিলেগা" এরকম আশ্বাসে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ও মালিক পক্ষ চা শ্রমিকদের এ অঞ্চলে নিয়ে আসে। চা শ্রমিকদের হাতের ছোঁয়ায় রক্তে-ঘামে-শ্রমে সৃষ্টি হয় নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের চা বাগান। যে চায়ের বিশ্বজোড়া সমাদর। বাংলাদেশ স্বাধীন হল প্রায় ৪২ বছর। মহান মুক্তিযুদ্ধে শত শত চা শ্রমিক সন্তান যুদ্ধ করে শহীদী মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রত্যাশা ছিল দেশ স্বাধীন হলে তারা এ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও শিক্ষা, চিকিৎসার ন্যূনতম অধিকারটুকু নেই, নেই ভূমিতে কোনো অধিকার। শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধাসহ স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্ব বাগান কর্তৃপক্ষের, নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ, মানসম্মত রেশন সরবরাহ, উন্নত পয়ঃপ্রণালী ও ড্রেনেজ সিস্টেম এবং মানুষের বাস উপযোগী আবাসিক সুবিধা দেয়ার কথা। কিন্তু চা বাগানে এই শ্রম আইনের কোন কার্যকারিতা নেই। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন শ্রমিকদের সার্বিক মুক্তি ও চা শিল্প রক্ষার লক্ষ্যে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে আসছে। নেতৃবৃন্দ চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২০০ টাকা, ২০ মে 'চা শ্রমিক দিবস' রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতিসহ চা শ্রমিক ফেডারেশনের উত্থাপিত সকল দাবি অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান এবং ২০ মে'র চেতনায় চা শ্রমিক জনতার রুটি-রুজির সংগ্রামের পাশাপাশি সার্বিক মুক্তির লড়াইয়ে যুক্ত হওয়ার আহবান জানান। আলোচনা সভা শেষে চা শ্রমিকদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নজরুল জয়ন্তীতে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা মোকাবেলায় নজরুলের চেতনা এখনো পথ দেখায়

ময়মনসিংহে চারণ আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীতে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন চারণ সংগঠক ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি নজরুল-এর ১১৪তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ ৯ জুন রবিবার বিকেল ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি'র মুনীর চৌধুরী মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী এবং নজরুল গবেষক ড. তাহা ইয়াসিন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, নজরুল পরাধীন ভারতের বুকে আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝান্ডা উড়িয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যৌবনোদ্দীপ্ত মানবতাবাদের সাধক। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত জাতিকে এক করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ময়দানে টেনে আনতে চেয়েছিলেন। সে কারণেই তিনি হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মের মূল্যবোধ, সংগ্রামী চেতনা তাঁর কাব্যে-গানে ব্যবহার করেছিলেন। নজরুল কতটা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন সেটা তাঁর রচনায় যেমন, তেমনই তাঁর জীবনাচরণেও প্রকাশিত হয়েছে। আজকের দিনে, যখন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের শোষণ-জুলুম-নিপীড়ন-লুটপাট টিকিয়ে রাখতে ধর্মকে, ধর্মান্ধতাকে ব্যবহার করছে তখন শোষণমুক্তির সংগ্রামে, গণতন্ত্রের সংগ্রামে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা আমাদের পথ দেখায়।

আলোচকগণ বলেন, নজরুল আরও একটি কারণে আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। সেটি হল মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অবক্ষয়। আজকে সমাজ থেকে নৈতিকতা ধ্বংস করার জন্য পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ কত ভয়ঙ্কর সব আয়োজন করেছে। সামাজিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় শিকারে পরিণত হচ্ছে ছাত্র-যুবক-তরুণেরা, আর প্রত্যক্ষভাবে কুফল ভোগ করছে সমাজের নারী ও শিশুরা, পরোক্ষে গোটা সমাজ। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে চাই উচ্চতর নৈতিকতা বোধের জাগরণ, উচ্চতর মানবিকতা বোধের প্রসার। নজরুল আমাদের সে পথেও দিশারীর ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

পোষাক শিল্প শ্রমিকদের আন্দোলন বিষয়ে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও বাসদ আয়োজিত শ্রমিক গণকনভেনশন এর বক্তব্য

[গত ২০ জুন জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত শ্রমিক গণকনভেনশনের প্রারম্ভিক বক্তব্য]

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা আয়োজিত আজকের এই গার্মেন্ট শ্রমিক গণকনভেনশনে উপস্থিত সকলে স্বাগত জানাই। যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ, শ্রমিক সংগঠক, বুদ্ধিজীবী ও সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ এখানে উপস্থিত থেকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের লাখো লাখো গার্মেন্ট শ্রমিকের জীবনসংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন, তাদের সকলকে জানাই বিপ্লবী অভিনন্দন। অসহনীয় এই পরিস্থিতিতে কীভাবে আমরা শ্রমিকদের অবস্থার বাস্তব পরিস্থিতি পরিবর্তন বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে, রাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে এবং মাঠের লড়াইয়ে শ্রমিকদের সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারি, সেই কর্তব্য নির্ধারণে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমাদের শক্তি যোগাবে। আজকের কনভেনশনে আমরা যেমন শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থা সমন্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য শুনবো, তেমনি শুনবো রাজনৈতিক কর্মী, নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের করণীয় সম্পর্কে একটা দিকনির্দেশনা পাবার চেষ্টা করবো।

গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরির প্রশ্ন

প্রিয় সাথীরা, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রায় ৪০ লাখ পোষাক শ্রমিক রয়েছেন। প্রকৃত সংখ্যা হয়তো আরও বেশি, কারণ বহু কারখানাতেই সাবকন্ট্রাক্টে নামীদামী ব্রান্ডের কাজ করা হয় বলে প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে নানান অনিশ্চয়তা এবং লুকোছাপা আছে। আজকের গার্মেন্ট শ্রমিকরা প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ পত্রের শিরোনাম হচ্ছেন মজুরি-কাজের পরিবেশ-নিরাপত্তা এবং ট্রেড ইউনিয়নের দাবিতে কোনো না কোনো পোষাক শিল্পাঞ্চলে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। গাজীপুর, সাভার, আশুলিয়া, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী কিংবা মিরপুর, কোনো এলাকার শ্রমিকরাই বাদ থাকছেন না এই প্রতিবাদী কর্মসূচি ও সড়ক অবরোধে থেকে।

গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরির প্রশ্নটিকে দুইভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, প্রথমত বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকরা পৃথিবীর মাঝে সবচে কম মজুরিতে কাজ করেন, ২০১০ সালের তথ্য অনুযায়ী তুরস্কের পোষাক শ্রমিকরা পান ঘণ্টায় ২ ডলার ৪৪ সেন্ট, মেক্সিকোতে ২ ডলার ১৭ সেন্ট, চীনে ১ ডলার ৮৮ সেন্ট, শ্রীলঙ্কা আর ভিয়েতনামে ৪৪ সেন্ট। ভিয়েতনাম ও চীনে শ্রমিকরা আবাসন, চিকিৎসা প্রভৃতি সুবিধাও বেতনের বাড়তি পান। ওই একই সময়ে বাংলাদেশে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ছিল ১৬৬২ টাকা, ঘণ্টায় সেটা ১২ সেন্টেরও কম। অনেক আন্দোলন সংগ্রামের পর ২০১০ সালে বেতন বৃদ্ধি করে মাসে ৩০০০ টাকা ন্যূনতম করা হলেও আন্তর্জাতিক হিসেবে তা দাঁড়ায় ১৫ সেন্টের মতো। অর্থাৎ একই রকম শ্রম দিয়ে সারা পৃথিবীর বেশিরভাগ শ্রমিকের চেয়ে কম আয় করেন বাংলাদেশের শ্রমিক। এরপর ৩ বছর পেরিয়ে গেছে, প্রতিবছর দুই অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলা করে শ্রমিকের প্রকৃত আয় নেমে গেছে ২০১০ সালেরও নিচে। কিন্তু মালিক-রাষ্ট্রপক্ষের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের শ্রমিকরা এখন যে ন্যূনতম মজুরির দাবিতে সংগ্রাম করছেন, তা মাত্র ৮০০০ টাকা। এই পরিমাণ ডলারের অঙ্কে পৃথিবীর অন্য সকল দেশের শ্রমিকদের বেতনের তুলনায় অনেক কম। কাজেই যারা বলছেন যে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হলে আমাদের গার্মেন্ট শিল্প প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারাবে, তারা যথাযথ কথা বলছেন না। এই আশঙ্কা অমূলক কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে এখনই যে মূল্য পাওয়া যায়, তা থেকেই এই বাড়তি মজুরি দেয়া সম্ভব। পাশাপাশি এই কথাও বলা দরকার যে, বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য যে বহুগুণ উচ্চমূল্যে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিক্রি হয়, তার পার্থক্য অবিশ্বাস্য। ফলে রাষ্ট্র এবং দেশীয় কারখানার মালিকদের নিশ্চয়ই উদ্যোগী হওয়া উচিত গার্মেন্ট শিল্পের মজুরির ভাগ বৃদ্ধি জন্য, এখানে দরকষাকষিতে কারখানা মালিকদের অক্ষমতার দায় জনগণ নিতে পারে না।

আইএলওর বিশ্বস্বীকৃত যে শ্রমিকের জন্য জীবিকার মানদণ্ড আছে, পুষ্টি-বাসস্থান-চিকিৎসা-পরিজনদের ভরণপোষণ হিসেব করে সেই অনুযায়ী হিসেব করতে গেলে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি হওয়া উচিত ১৮-২০ হাজার টাকা। এই মজুরিও তুরস্ক কিংবা মেক্সিকোতে কর্মরত রফতানিমুখী গার্মেন্ট শ্রমিকদের তুলনায় কম। ফলে বাংলাদেশের শ্রমিকরা যে মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলেছেন, তা বাস্তব প্রয়োজন এবং যা বর্তমান ব্যবস্থাতেই দেয়া সম্ভব, তার সাথে বিবেচনা করলে অত্যন্ত ন্যায্য।

কর্মস্থলে নিরাপত্তা

এখানে একটি তালিকা সংযুক্ত আছে, যেটা থেকে গার্মেন্ট শিল্পে শ্রমিকরা যে কি ভয়াবহ দশায় দিনাতিপাত করছেন, তার একটা সাধারণ চিত্র বোঝা যায়। ১৯৯০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ১৮টি বড় আকারের গার্মেন্টে আগুন লাগা, ধসে যাওয়া কিংবা এই জাতীয় ঘটনা ঘটে, যেগুলোতে ২০৬৬ জন শ্রমিক সরকারি হিসেবেই নিহত হয়েছেন। এই সংখ্যাটি সন্দেহাতীতভাবেই প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম, কেননা গার্মেন্ট সংগঠক হিসেবে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে প্রতিটি ঘটনার পরই অজস্র লাশ গুম করা হয়েছে। প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যাকে কমিয়ে দেখা হয়েছে একদিকে "ভাবমূর্তি" ঠিক রাখার চেষ্টায়, গার্মেন্টের কাজের পরিস্থিতির ভয়বহতা আড়াল করার প্রয়োজনে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষতিপূরণ না দেয়ার বাসনাতেও। নিহত শ্রমিকদের বাইরেও আরও বিপুল সংখ্যক শ্রমিক আহত হয়ে পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদেরকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই পঙ্গু শ্রমিকরা বেঁচে থাকেন অবর্ণনীয়-অমানবিক পরিস্থিতিতে। রানা প্লাজার ঘটনার মতো একটা ব্যাপক আলোচিত, দেশবাসীর সহানুভূতি পাওয়া একটা ঘটনাতেও আমরা দেখেছি পঙ্গু শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই প্রায়-পরিত্যক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, নির্মম দারিদ্র্য আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের পরিবারগুলোতে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।

দুর্ঘটনা হিসেবে এই ঘটনাগুলোকে চালিয়ে দেয়া হলেও আমরা কিছুতেই একে দুর্ঘটনা বলতে রাজি নই। এগুলি হত্যাকাণ্ড, মুনাফার হার সর্বোচ্চ বৃদ্ধি করার জন্য কারখানার নিরাপত্তার কোনো ন্যূনতম ব্যবস্থা না রাখার কারণেই এই ঘটনাগুলো ঘটে। ফলে মালিক ও কর্তৃপক্ষের অবহেলায় শ্রমিকদের মৃত্যু ও হতাহতের দায় রাষ্ট্র এড়াতে পারে না, মালিকপক্ষও পারে না। কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত দেখিনি কোনো কর্মস্থলে কর্তৃপক্ষের অবহলোয় শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় মালিকদের শাস্তি দিতে। এমনকি যে সরকারি সংস্থাগুলো এই ভবনগুলোকে অনুমোদন দেয়, যারা এটাকে তদারকির দায়িত্ব পালন করে, তাদের শাস্তি দেয়ার কোনো ঘটনাও আজ পর্যন্ত ঘটেনি। আমরা তাই দাবি করি, দোষী মালিক এবং তদারকি ও অনুমোদনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে অবশ্যই বিচার ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, যদি এই ধরনের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, কারখানা মালিক যেমন শাস্তির ভয়ে শ্রমিকদের কর্মস্থলকে নিরাপদ করার ব্যবস্থা নেবে, তেমনি তদারকির সাথে যুক্ত সরকারী সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টরাও মালিকদের কাছ থেকে ঘুষ খাবার বদলে নিজের দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হবে।

গার্মেন্ট শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের প্রশ্ন

বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ। এই আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী সকল কর্মস্থলে শ্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকারকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্বীকার করেছে। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের শ্রম আইন, এই সবকিছুতেও শ্রমিকদের সংগঠিত হবার, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্বীকৃতি যে নামমাত্র স্বীকৃতি, তা বোঝা যায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের যারা বিপুল অধিকাংশ, সেই গার্মেন্ট শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা থেকে। শুধু যে তাদের এই ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাই না। ট্রেড ইউনিয়নের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের পেছনে গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ ও র‍্যাব লেলিয়ে দিয়ে, তাদেরকে গুম খুন ও নির্যাতন করে, তাদেরকে জেলে আটকে রেখে সরকার নৃশংসতম উপায়ে ট্রেড ইউনিয়নের দাবিকে দমন করারই চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শ্রমিকদের ওপর এই অগণতান্ত্রিক দমন পীড়ন গোটা বাংলাদেশেই অগণতান্ত্রিকতার সংস্কৃতিকে আরও পাকপোক্ত করছে। কিন্তু মালিকদের কাছ থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা আদায় করার আর কোন বিকল্প যেমন নাই, তেমনি শ্রমিকদের আন্দোলন সংগ্রামকেও সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক করার জন্যও বৈধ ট্রেড ইউনিয়নের প্রশ্নটি ওতোপ্রত ভাবে জড়িত। আমরা অবিলম্বে সকল খাতে শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার বাস্তবায়নের দাবি জানাই।

শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও তথ্যভাণ্ডার

সর্বশেষ রানাপ্লাজার ঘটনাতেও দেখা গেল কারখানার যে চাপা পড়া শ্রমিকটিকে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, আমাদের উদ্ধার কর্মীরা যার সাথে কথা বলেছেন, তার লাশও গায়েব হয়ে গিয়েছে। তার পরিবার ক্ষতিপূরণ পাননি। রানাপ্লাজায় প্রায় তিনশ শ্রমিক আজও নিখোঁজ। এই রকম অজস্র দৃষ্টান্ত প্রতিটি হতাহতের পরই ঘটছে। এই মুহূর্তে অজস্র গার্মেন্ট শ্রমিক কারখানায় কাজ করছেন যাদের কোন পরিচয়পত্র যেমন নেই, তেমনি নেই তাদের কোন তথ্যভাণ্ডার। মালিকরা এই কাজটি করেন যাতে ক্ষতিপূরনের বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়া যায়। এমনকি ছাঁটাই করা হলেও শ্রমিকদের বেতন ও ওভারটাইমের পয়সা এই কায়দায় মেরে দেয়া হয়। আমরা তাই দাবি করি, প্রতিটি গার্মেন্টের শ্রমিকদের নিয়ে একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে, প্রতিটি শ্রমিককে পরিচয়পত্র দিতে হবে।

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও বাসদ এর দশ দফা :

গার্মেন্টে শ্রমিক গণহত্যা বন্ধ করতে এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও ট্রেড ইউনিয়নর অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক বামমোর্চা ও বাসদ ধারাবাহিকভাবে যে দশ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন করে যাচ্ছে, সেগুলোও সঙ্গত কারণেই প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে আমরা আজকের এই কনভেনশনের সামনেও উত্থাপন করছি:

(১) রানা প্লাজা, তাজরীন, স্পেকট্রামসহ এ পর্যন্ত ভবন ধস ও অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী সকল মালিক, ব্যবস্থাপক, ভবন পরিকল্পনাকারী ও অনুমোদনকারীদের হত্যা মামলায় বিচার করে যথার্থ শাস্তি বিধান করতে হবে।

(২) শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার প্রতিনিধি, ভবন ও আইন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে অবিলম্বে সকল কলকারখানা নতুন করে পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ সকল কারখানা চিহ্নিত করে অবিলম্বে তা বন্ধ করে দিতে হবে। আবাসিক এলাকায় কারখানা নয়, শ্রমিক পল্লী নির্মাণ করে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসুবিধা ও সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত কর।

(৩) অবিলম্বে রানা প্লাজায় নিহত, নিখোঁজ ও আহত শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ কর। প্রত্যেক নিহত শ্রমিক পরিবারকে তার সারা জীবনের আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের টাকা বিজেএমই-র কাছ থেকে আদায় কর। এক্ষেত্রে নিখোঁজ শ্রমিকদের অবশ্যই নিহত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

(৪) রানা প্লাজার দখলীকৃত জমি উদ্ধার করে নিহত শ্রমিকদের সম্মানে স্মৃতিসৌধ ও শ্রমিকদের আবাসস্থল নির্মাণ কর। ঘাতক সোহেল রানাসহ দায়ী গার্মেন্ট মালিকদের সকল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করে সেই অর্থ দিয়ে এই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(৫) সমস্ত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দিতে হবে। গার্মেন্ট শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ছাড়া কাজ করানোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গার্মেন্ট ও ইপিজেডের শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহ ও শ্রম পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক সংস্থা গঠন কর।

(৬) আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মালিকপক্ষের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। আহত শ্রমিকদের সুস্থ হয়ে কাজে যোগদান পর্যন্ত তার আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পঙ্গু শ্রমিকদের পুনর্বাসন করতে হবে।

(৭) গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম বেসিক মজুরি ৮০০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে এবং সকল কারখানায় তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৮) ইপিজেডসহ সকল কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী শ্রম আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(৯) নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য বাতিল করতে হবে, ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রত্যেক কারখানায় বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(১০) অবিলম্বে ভারতীয় স্বার্থে সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল প্রকল্প বাতিল কর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিরোধী টিকফা স্বাক্ষরের পাঁয়তারা বন্ধ কর।

সাল	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিহত	আহত
১৯৯০	সারিকা (মিরপুর ১০, গোলচত্বর)	২৭	১০০
১৯৯৫	লুকাস অ্যাপারেলস (ইব্রাহিমপুর)	১০	১০০
১৯৯৬	সানটেক্স (পল্লবী, ঢাকা)	১৪	১৬০
১৯৯৬	তাহিরুল ফ্যাশন (ঢাকা)	১৪	৬০
১৯৯৭	রহমান এণ্ড রহমান (মাজার রোড, মিরপুর)	২২	২০০
১৯৯৭	তামান্না গার্মেন্টস (মিরপুর)	২৭	১০০
২০০০	গ্লোব নিটিং ফ্যাশন লিমিটেড (বনানী, ঢাকা)	১২	৫০
২০০০	চৌধুরী নিটওয়ার লি. (শিমপুর, নরসিংদী)	৫৩	১০০
২০০১	কাফরুল, ঢাকা	৬৬	সঠিক তথ্য নাই
২০০১	মাইক সুয়েটার (মিরপুর, ঢাকা)	২৪	সঠিক তথ্য নাই
২০০৫	সান নিটিং (গোদনাইল, নারায়নগঞ্জ)	২৬	১০০
২০০৫	স্পেকট্রাম, সাভার	৪০০	সঠিক তথ্য নাই
২০০৬	কেটিএস এপারেল (চট্টগ্রাম)	৬৫	৩০০
২০০৮	ফকির গার্মেন্টস (নাঃগঞ্জ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০১০	গরীব এণ্ড গরীব (গাজীপুর)	৩৬	অজ্ঞাত
২০১০	হা-মীম গ্রুপ	৩২	অজ্ঞাত
২০১২	তাজরীন ফ্যাশন	১১১	অগণিত

* সর্বশেষ রানা প্লাজায় ভবন ধসে মৃত ১১৪২ জন

উন্নয়ন বাজেটের ৪০% কৃষিখাতে বরাদ্দ, কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত ও কৃষি উপকরণের দাম কমানোর দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

ঠাকুরগাঁয়ে কৃষক ফ্রন্ট স্মারকলিপি পেশের পূর্বে মানববন্ধন করে

দিনাজপুর : সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট ৫ জুন দিনাজপুর জেলায় জেলা প্রশাসক এবং বীরগঞ্জ, খানসামা ও চিরিরবন্দরে উপজেলায় উপজেলা অফিসারের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রেরণ করেছে। স্মারকলিপি পেশের সময় স্থানীয় কৃষক ফ্রন্ট ও বাসদ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে স্মারকলিপি পেশের প্রাক-কর্মসূচি হিসেবে ২০ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত বীরগঞ্জের বৈরাগিবাজার, নাটেরহাট ও কল্যাণীহাটে; খানসামায় ভুল্লারহাট, পুলেরহাট, নিতাইবাজার ও পাকেরহাটে; চিরিরবন্দরে দুর্গাডাঙ্গা ও বাবুবাজারে এবং দিনাজপুরের কিষানবাজারে কৃষক ফ্রন্টের হাটসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুড়িগ্রাম : উন্নয়ন বাজেটের ৪০ ভাগ কৃষিখাতে বরাদ্দের দাবীতে ৫ জুন দুপুর ১২টায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কুড়িগ্রাম জেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে সমাবেশ করে। বাসদ কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সংগঠক মহির উদ্দিন মহির এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনজুর আলম মিঠু, আব্দুর রাজ্জাক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল ইসলাম ও আব্দুল হাই রঞ্জু। সমাবেশে বক্তারা কৃষি ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, হাটে-বাজারে সরকারি ক্রয় কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান ক্রয় করা, ক্ষেতমজুরদের সারা বছর কাজের ব্যবস্থা করা এবং সার, বীজ, ডিজেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানো ও গ্রাম শহরের সকল গরিব মানুষের জন্য আর্মিরেটে রেশনিং ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি দাবি জানান। সমাবেশ শেষে একটি প্রতিনিধি দল ডিসির মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন।

রংপুর : ৫ জুন কৃষক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সংগঠনের জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এই স্মারকলিপি পেশ করে। একই দাবিতে গত ২৩ মে বাসদ পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ-মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার প্রধান প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিল প্রদক্ষিণ শেষে স্টেশন চত্বরে উপজেলা সংগঠক গোবিন্দ বর্মণের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পলাশ কান্তি নাগ, রঞ্জন বর্মণ, ছাত্র নেতা আবু রায়হান প্রমুখ। ৩ জুন বিকেলে কৃষক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বুড়িরহাটে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সংগঠক সাজু মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাসদ নেতা পলাশ কান্তি নাগ, স্থানীয় সংগঠক আরিফুল হক, রেদওয়ানুল ইসলাম বিপুল প্রমুখ।

বাঁশখালী : চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে সার, ডিজেল, কীটনাশক এর দাম কমানো ও বাজেটে ৪০ শতাংশ কৃষি খাতে বরাদ্দসহ বিভিন্ন দাবিতে সমাবেশ শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন স্থানীয়ভাবে দীর্ঘদিনের দাবী বন্য হাতির উপদ্রব রোধে কার্যকর ব্যবস্থা, বেড়ীবাঁধ নির্মাণ, প্রধান সড়ক সহ গ্রামীণ সড়ক সংস্কার, কৃষি ঋণ প্রদান, তহশীল অফিস-রেজিস্ট্রি অফিস-থানা পুলিশ সহ সর্বত্র ঘুষ-দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধে কার্যকর উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা অমৃত কারণ, সুজিত চক্রবর্তী, মন্নান, কাজল সরকার, শ্রী চরণ দেব, আবুল কাশেম, শিবানন্দ ও সাইম প্রমুখ। সমাবেশ-মিছিল শেষে ইউএনও-র মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।

কিশোরগঞ্জ : ২২ মে বিকেলে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে গোবিন্দপুর বাজারে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন কৃষক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন দুলাল, ছাত্রনেতা কল্যাণ দত্ত, জেলা ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি চন্দন সরকার। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ হোসেনপুর উপজেলা শাখার আহ্বায়ক আলাল মিয়া। পরিচালনা করেন রবিন।

নোয়াখালী : ৫ জুন নোয়াখালী জেলা প্রশাসক এবং সুবর্ণচর ও কবিরহাট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

পঞ্চগড় : পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় গত ৫ জুন বেলা ১২টায় ইউএনও-র মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপি পেশের পূর্বে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ সমন্বয়ক তরিকুল আলম ও স্থানীয় কৃষক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ।

চাঁদপুর : ৫ জুন ফরিদগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

২৭ ও ২৮ মে গাইবান্ধার কামারজানি ও দাড়িয়াপুরে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, সহজ শর্তে কৃষিঋণ প্রদান ও কৃষকদের হয়রানি বন্ধের দাবিতে কৃষি ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ ও অবরোধ

গণিতে সৃজনশীল পরীক্ষা স্থগিতের দাবিতে গাইবান্ধায় মানববন্ধন

মাধ্যমিকে প্রয়োজনীয় আয়োজন ছাড়া গণিতসহ সকল বিষয়ে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার দাবিতে ছাত্র ফ্রন্ট দারিয়াপুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে গত ২০ মে দারিয়াপুর বন্দরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সভাপতি নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, রাজু আহমেদ, মাহবুবুল আলম মিলন, খন্দকার ইউসুফ, রাহেলা সিদ্দিকা, আরিফুল ইসলাম আরিফ। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কিয়ামত উল্যাহ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তৌহিদুল ইসলাম খসরু। একই দাবিতে গত ২২ মে শিশু কিশোর মেলা গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ১ নং রেলগেটে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, বজলুর রহমান, পরমানন্দ দাস, জেসমিন আখতার, মডার্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সালেহীন, শিরিন সুমাইয়া, মাইদুল, বায়েজিদ প্রমুখ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের দাবিতে কারমাইকেলে ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ

সেশনজট নিরসন, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও ক্লাস রুম নির্মাণ, লাইব্রেরি-সেমিনারে পর্যাপ্ত বই সরবরাহসহ ১১ দাবি বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের দাবিতে ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার উদ্যোগে ৬ জুন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশে সংগঠনের কলেজ শাখার সভাপতি রেদওয়ানুল ইসলাম বিপুলের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা সহ-সভাপতি রোকুনজ্জামান রোকন, কলেজ সাধারণ সম্পাদক আবু রায়হান, হোজায়ফা সাকোয়ান জেলিড প্রমুখ। সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র পরীক্ষা হলের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে সারা বছর ক্লাশ চালু, সেমিনার বাবদ আদায়কৃত পুরো টাকায় নতুন সংস্করণের বই সরবরাহ, পরিপত্রের দোহাই দিয়ে ভর্তি ও ফরম পূরণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধ, ফিন্যান্স-মার্কেটিং বিভাগে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ, শহীদ ছাত্র-শিক্ষকের নামে কলেজের একাডেমিক ভবনের নামকরণ ও তাদের নাম সম্বলিত স্মৃতি ফলক নির্মাণ, অবিলম্বে কলেজ প্রবেশ রাস্তাসহ সকল রাস্তা সংস্কারসহ ১১ দফা বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

লক্ষ্মীপুর জেলা পার্টি পাঠচক্র কমিটি গঠিত

গত ২৮ জুন বিকাল ৪টায় লক্ষ্মীপুর শহরে পার্টির অস্থায়ী কার্যালয়ে দীপক কুমার রাউতের সভাপতিত্বে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল ও কমরেড দলিলের রহমান দুলাল। কর্মীসভায় দীপক কুমার রাউতকে সমন্বয়ক এবং সুশীল চন্দ্র কুরি, শ্যামল মজুমদার, নূরুল আলম, মুনির উদ্দীন নাবলু ও জীবন কৃষ্ণ নাথ-কে সদস্য করে লক্ষ্মীপুর জেলা পার্টি পাঠচক্র কমিটি গঠিত হয়।

জাতীয় বাজেটের ২৫% শিক্ষাখাতে বরাদ্দের দাবিতে ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ

গত ৬ জুন ঘোষিত জাতীয় বাজেটে ছাত্রসমাজের দীর্ঘ দিনের দাবি বাজেটের ২৫ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ না করায় বাজেট প্রত্যাখ্যান করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গত ১৮ জুন বেলা ১২টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। মিছিল শেষে প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে তোপখানা রোডে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, সদস্য কল্যাণ দত্ত, নাঈমা খালেদ মনিকা, শরিফুল চৌধুরী।

জাতীয় বাজেটের ২৫% শিক্ষাখাতে বরাদ্দের দাবিতে ফেনী শহরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ

টিকফা চুক্তি : সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ বাড়াবে

টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরের চক্রান্তের প্রতিবাদে ঢাকায় বাম মোর্চা ও বাসদের বিক্ষোভ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এতে আক্রান্ত হবে এদেশের সাধারণ মানুষ, ফলে এ বিষয়ে দেশবাসীর সচেতন হওয়া প্রয়োজন।"

তিনি আরো বলেন, "জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহে এ চুক্তি করা হচ্ছে। ২০০২ সাল থেকেই তারা এর জন্য তদবির করছে, সম্প্রতি পোশাকশিল্পের জিএসপি সুবিধা বাতিল ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধার সাথে যুক্ত করে এই চুক্তি স্বাক্ষরে তারা বাংলাদেশকে চাপ দিয়ে আসছিলো। মহাজোট সরকার দেশের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের আশায় এই চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছে। এর মাধ্যমে সংকীর্ণ দলীয় বিবেচনায় জাতীয় স্বার্থকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হল।"

বিবৃতিতে বলা হয়, "টিকফা-কে নিছক একটি বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা হিসেবে দেখানো হলেও বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এধরনের দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের বৃহত্তর রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে প্রতিবছর আনুষ্ঠানিক 'অংশীদারিত্ব সংলাপ' (Partnership Dialogue) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশ মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণে একধরনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়বে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরো বেশি চাপ প্রয়োগ ও দরকষাকষির সুযোগ পাবে। সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের কাছে Acquisition & Cross-servicing Agreement (ACSA) নামে একটি সামরিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা চুক্তির খসড়া জমা দিয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নামে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মার্কিন স্পেশাল অপারেশনস কমাণ্ড (এস.ও.কম.) বাহিনী গোপনে তৎপরতা চালাচ্ছে বলে মার্কিন কংগ্রেসের শুনানিতে তথ্য এসেছে। এসব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনীতি আরো বেশি করে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের শিকার হওয়া এবং ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়ার আশংকা ঘনীভূত হচ্ছে।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

বাসদের বিক্ষোভে পুলিশি বাধা

বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে গত ১৯ জুন বিকেল ৫টায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরের চক্রান্তের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে জাতীয় প্রেসকাবের সামনে সমাবেশ করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে মিছিলটি হাইকোর্ট মোড় ঘুরে তোপখানা রোডে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য জহিরুল ইসলাম, বেলাল চৌধুরী, ফখরুদ্দিন কবির আতিক প্রমুখ।

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী বলেন, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল, সারা দুনিয়ায় যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের নেতৃত্বদানকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থে বিতর্কিত টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরে যে নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে তা এদেশের জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকামী মানুষ কোনওভাবেই জাতীয় স্বার্থবিরোধী এ ধরনের চুক্তি মানবে না।

তিনি বলেন, জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহে এ চুক্তি করা হচ্ছে। ২০০২ সাল থেকেই তারা এর জন্য তদবির করছে, সম্প্রতি পোশাকশিল্পের জিএসপি সুবিধা বাতিল ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধার সাথে যুক্ত করে এই চুক্তি স্বাক্ষরে তারা বাংলাদেশকে চাপ দিয়ে আসছিলো। মহাজোট সরকার দেশের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের আশায় এই চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছে। এর মাধ্যমে সংকীর্ণ দলীয় বিবেচনায় জাতীয় স্বার্থকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হল।

তিনি বলেন, একদিকে সরকার দেশের স্বার্থবিরোধী টিকফা চুক্তি, রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি করছে, অন্যদিকে মিছিল-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি করে রেখেছে। গত সাড়ে ৪ বছরের জনবিরোধী শাসন, দুর্নীতি-লুটপাট-দলীয়করণ-স্বজনপ্রীতিতে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে সরকার ফ্যাসিবাদী কায়দায় জনগণের প্রতিবাদ-বিক্ষোভকে দমন করতে চাইছে।

চট্টগ্রাম : মন্ত্রীসভায় টিকফা চুক্তির অনুমোদন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আইনের প্রতিবাদে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি। বিক্ষোভ মিছিলটি নগরীর শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে নিউমার্কেট, নতুন রেল স্টেশনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। বাসদ জেলা কমিটির আহ্বায়ক মানস নন্দি'র সভাপতিত্বে শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ-কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, খাগড়াছড়ি জেলা আহ্বায়ক জাহেদ আহমেদ টুটুল, চট্টগ্রাম জেলা সদস্য সচিব অপু দাশ গুপ্ত, নিজাম উদ্দীন, কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদৌস পপি।

নোয়াখালী : ১৯ জুন বিকেলে টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রতিবাদে বাসদ নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে নোয়াখালী শহরের মাইজদীতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

টিকফা চুক্তির বিরুদ্ধে নোয়াখালীতে বিক্ষোভ

টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরের চক্রান্তের প্রতিবাদে বগুড়া ও চট্টগ্রামে বাসদের বিক্ষোভ

হল নির্মাণ, পরিবহন সংকট নিরসন এবং শিক্ষা-গবেষণা-ছাত্র কল্যাণে অর্থায়নে পর্যাপ্ত সরকারি বরাদ্দের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গত ১৯ জুন '১৩ বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শরীফুল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, সংগঠক মেহরাব আজাদ, কিশোর কুমার সরকার। নেতৃবৃন্দ হল নির্মাণ, পরিবহন সংকটন নিরসন, শিক্ষা-গবেষণা ও ছাত্র কল্যাণ খাতে শতভাগ সরকারি বরাদ্দের দাবি জানান। মিছিল-সমাবেশ শেষে একটি প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট স্মারকলিপি পেশ করে। একই দাবিতে গত ২৭ জুন সিন্ডিকেট সদস্যদের প্রতি খোলা চিঠি প্রদান এবং ২ জুন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কিশোরগঞ্জে মেডিক্যাল ক্যাম্প

কিশোরগঞ্জের গোবিন্দপুর বাজারে গত ২৪ মে কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্প পরিচালনা করেন প্রগতিশীল চিকিৎসক ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ডা. মুজিবুল হক আরজু। শতাধিক রোগী ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন।

বাসদ সংগঠক আকতারুল ইসলাম বুলুর মৃত্যুতে শোকসভা

গত ৮ জুন '১৩ গাইবান্ধা সদর থানার খোলাহাটি ইউনিয়নের বাসদ সংগঠক আকতারুল ইসলাম বুলুর মৃত্যুতে শোকসভা ১৯ জুন দারিয়াপুর আমান উল্যাহ উচ বিদ্যালয়ের সুরেন্দ্রনাথ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মোজাম্মেল হক সরকারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ আহ্বায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ সিদ্দীক, অধ্যাপক কিরণময় বর্মন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পরিতোশ কুমার বটু, প্রভাষক নাজিম উদ্দীন, প্রভাষক আব্দুর রাজ্জাক রেজা, প্রভাষক আশরাফুজ্জামান মিলন, সাবেক ইউপি সদস্য আবু সুফিয়ান, সাবেক ইউপি সদস্য জাহিদুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক তৌহিদুল ইসলাম খসরু, ওয়াসিউল হাবীব সিটু, দারিয়াপুর সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল, জুয়েল প্রমুখ।

রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী

শিশু কিশোর মেলা ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সিলেট জেলার উদ্যোগে ২ জুলাই '১৩ বিকাল ৩টায় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রবীণ লোকগীতি শিল্পী চন্দ্রাবতী রায় বর্মণ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার মো. আরশ আলী, বাসদ সিলেট জেলা আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায়, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সংগঠক ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সিলেট জেলার সংগঠক এড. হুমায়ূন রশীদ সোয়েব।

মিরসরাইয়ে এসএসসি উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে এসএসসিতে জিপিএ-৪ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ১ জুন মিরসরাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে ও ইউনুছ মিয়া শামীমের সঞ্চালন-ায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন শিশু-কিশোর মেলার কেন্দ্রীয় সম্পাদক সত্যজিৎ বিশ্বাস। অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন শিশু-কিশোর মেলার উপদেষ্টা আব্দুস সালাম, মোস্তফা রোমেল, ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল নাগ, শিশু-কিশোর মেলার সাবেক আহ্বায়ক সাংবাদিক রাজিব মজুমদার, কৃতী শিক্ষার্থী ইমরান হোসেন। অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ক্ষমতায় এলে তারা আর ক্ষমতা ছাড়তে চাইবে না, এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় থাকবে। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ভাষ্যে আরো একটি বিষয় উঠে এসেছে। সেটি হল, এ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি একটি বড় ফ্যাক্টর বা উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। ইসলামী ধর্মভিত্তিক রাজনীতির এই প্রভাব, এদেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনে খানিটিকা ভীতির সঞ্চারও করেছে।

এটা সকলেরই জানা যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের কথা জোরেশোরে বলা শুরু করে। সরকারের এ মনোভাব

বিএনপি ও তার সহযোগিদের মনঃপূত হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। তারা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। প্রথম দিকে যা ছিল কথার পাল্টাপাল্টি সেটাই ক্রমে সংঘাত-সহিংসতায় রূপ নেয়। আওয়ামী লীগ চেয়েছে আদালতের রায়কে কাজে লাগিয়ে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় করতে। বিপরীতক্রমে বিএনপি ও ১৮ দল হরতাল-অবরোধ দিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে।

বিএনপি ও তার সহযোগিরা শুরু থেকেই এ কথা বলে আসছিল যে দলীয় সরকারের অধীনে তারা কোনো নির্বাচনে যাবে না। কারণ, এ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ বলতে চেয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যেহেতু অনির্বাচিত ব্যবস্থা, তাই এটি সংবিধান-সম্মত নয়। আর তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা 'মাইনাস-টু' ফর্মুলা বাস্তবায়ন করবে, তারা আর ক্ষমতা ছাড়বে না। ফলে আওয়ামী লীগ কিছুতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা মেনে নেবে না। পরিবর্তে অন্য কোনো পদ্ধতি হতে পারে। এই নিয়েই চলছিল রাজনীতির টাগ-অফ-ওয়ার। এর সাথে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, খালেদা-তারেক-কোকোর মামলা ইত্যাদি ছিল সম্পূরক ইস্যু। এ অবস্থা চলতে চলতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যুটি একসময় প্রধান বিষয় হিসাবে সামনে চলে আসে। তখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং এর বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে জামাত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জামাতের তাণ্ডব দেশবাসীকে শঙ্কিত করে তোলে।

জামাতের সশস্ত্র তাণ্ডবের পাশাপাশি, জামাতের সাথে সরকারের নানামুখী আঁতাত-আপসের লক্ষণ যা প্রকাশিত হচ্ছিল তাতে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ বিচলিত এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল শাহবাগের গণজাগরণ আন্দোলনে। তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে সংঘটিত এ আন্দোলন নানা দিক থেকেই ছিল অভূতপূর্ব। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের বন্ধুদের রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার কারণে এবং বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে না পারায় গণজাগরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সরকারবিরোধী মনোভাব এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সরকার তার হারিয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের কাজে লাগাতে চাইছে, এটাই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। গণজাগরণ মঞ্চ একটা বিরাট সম্ভাবনা তৈরি করতে পেরেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা এবং গণআন্দোলন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রান্তির কারণে কত সহজেই তা স্তিমিত হয়ে গেল।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যুকে হাতিয়ার করে সরকার নিজেদের সকল অপকর্ম, দুর্নীতি-দুঃশাসন-দুষ্কৃতি আড়াল করে হারানো জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করে ফেলছে, এ চিন্তা বিএনপিকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। অন্যদিকে জামাত-সহ স্বাধীনতাবিরোধী বিভিন্ন শক্তি তো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পরিকল্পনা। এসব কিছুর সম্মিলনের মধ্য দিয়ে উত্থান ঘটে হেফাজতে ইসলামের। বিএনপি-র সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা এতে শক্তি যোগায়। আমরা দেখেছি, গণজাগরণের আন্দোলনকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেশের মধ্যে সহিংস পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল। হেফাজতের উত্থানের ক্ষেত্রে, শুরুর দিকে, সরকারও পরোক্ষে মদদ দিয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মানুষদের ভোট টানা আর হেফাজমের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক ভোট কব্জা করা – এই উভয়মুখী নীতি আওয়ামী লীগ অনুসরণ করেছে। হেফাজতের দাবি মেনে ব্লগারদের গ্রেফতার করা, গণজাগরণমঞ্চ বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদি ঘটনা সবাই জানেন। এমনকি এক পর্যায়ে সারাদেশে ১ মাস মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার কথাও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। কিন্তু যাই হোক, গাছেরটাও খাওয়া আর তলারটাও কুড়ানো শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেনি। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল, সেই ইঙ্গিতই রেখে গেছে।

কারো কারো মনে হতে পারে, তত্ত্বাবধায়ক বা নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থা না হলে জনগণের আপেক্ষিক স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানের অধিকার চর্চার পরিবেশ বজায় থাকবে না। এ আশঙ্কার বাস্তব ভিত্তি অবশ্যই আছে। কিন্তু আপেক্ষিক স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে ভোট প্রদানকেই (যদিও অর্থ-পেশী শক্তি ও প্রচার মাধ্যম জনমতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে) যখন সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরে জনগণের অপরাপর সকল গণতান্ত্রিক অধিকারকে চাপা দেয়ার আয়োজন করা হয় তখন পরোক্ষে গণতন্ত্রের কবর দিয়ে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা কায়েমের পথ সুগম করা হয় মাত্র। বিএনপি ও ১৮ দলীয় জোট সে কাজটিই করছে। আওয়ামী লীগ চাইছে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আরেকদফা ক্ষমতায় থাকতে, আর বিএনপি চাইছে বর্তমান সরকারের অপকীর্তিকে দেখিয়ে নিজেদের বাক্সে ভোট টানতে। তত্ত্বাবধায়ক কিংবা নির্দলীয় সরকারের বিতর্কের ভরকেন্দ্র এখানেই।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা নিজেদের নেতানেত্রীদের নামে মামলা নিয়ে বিএনপি গত ৪ বছরে যত কথা বলেছে, যত হরতাল দিয়েছে তার প্রায় সিকিভাগ শক্তিও সে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় ব্যয় করেনি। এ চার বছরে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, জ্বালানি তেল-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, সাধারণ মানুষের শিক্ষা-চিকিৎসার অধিকারহীনতা ইত্যাদি বহুবিধ যে সংকটে দেশের মানুষ জর্জরিত, এর কোনোটি নিয়েই বিএনপি ও তার জোট গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে যায় নি। তাজরিন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক হত্যা, রানা প্লাজা ধসে ১২শত শ্রমিক গণহত্যার ঘটনাসহ গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের দাবি নিয়েও তারা সরকারকে দোষারোপ করার বাইরে কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার পথে যায় নি। আমাদের জাতীয় সম্পদ গ্যাস-কয়লা রক্ষার আন্দোলনেও ১৮ দলীয় জোটের অংশগ্রহণ নেই। একইভাবে মার্কিন স্বার্থে টিকফা এবং ভারতের স্বার্থে রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়েও বিএনপি নিরবতাই পালন করছে। র‍্যাব এবং ক্রসফায়ার নিয়ে এ দল দুটি ক্ষমতায় থেকে এক ধরনের বক্তব্য এবং ক্ষমতার বাইরে থেকে বিপরীত বক্তব্য প্রদানের বিষয়টিও নিশ্চয়ই আমাদের মনে আছে।

জনগণের সমর্থন নিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে চায়, কিন্তু জনগণের অধিকারের দাবি নিয়ে সে লড়ছে না কেন? কারণ, বুর্জোয়ারা এটা খুব ভালো করেই জানে যে আজকের দিনে জনগণের যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন শেষপর্যন্ত বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে। ফলে গণআন্দোলনকে দমন করতে, বিপথে পরিচালিত করতে, পেছন থেকে ছুরি মারতে তারা সব সময়ই সচেষ্ট থাকে। বিষয়টি আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

জঙ্গীগোষ্ঠীর সহিংসতা রোধে দেশে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার একটা কথা শোনা গিয়েছিল। এ ঘোষণাকে অবলম্বন করেই সরকার ঢাকায় বাসদ, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশে বাধা দিয়েছে, কোথাও কোথাও গ্রেফতার পর্যন্ত করেছে। বাধা দেয়া হয়েছে গার্মেন্ট শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রতিবাদ বিক্ষোভে। এর পাশাপাশি সম্প্রতি সন্ত্রাস দমন আইনে এমন কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে যা স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বাধা হিসাবে কাজ করবে। একই কথা প্রযোজ্য শ্রম আইনের সংশোধনীর ক্ষেত্রেও। শ্রমিকদের যে-অধিকারগুলো এতদিন কাগজে-কলমে স্বীকৃত ছিল এ-সংশোধনীর মাধ্যমে তাও কেড়ে নেয়ার আয়োজন করা হচ্ছে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের দিক থেকে দেখলে, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা। এগুলো সরকারের ফ্যাসিস্ট মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এ শুধু আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারেরই নয়, এটা আমাদের দেশের শাসকদের সাধারণ প্রবণতা, এবং দিন দিন এ প্রবণতা বাড়ছে। বিএনপি নিজেদের উপর সরকারের আক্রমণের প্রতিবাদ যতটা করছে, সে অনুযায়ী জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, প্রতিবাদ করার অধিকার রক্ষার জন্য কোনো আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি। কারণ, ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে দমন করার জন্য এ সমস্ত হাতিয়ার তারাও ব্যবহার করবে।

ক্ষমতার পালাবদল কেমন করে হবে, এ বিতর্কের নিশ্চয়ই ফয়সালা হবে। কিন্তু জনগণের সামনে আরও বড় প্রশ্ন অপেক্ষা করছে। অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, ক্ষমতার পালাবদল যে প্রক্রিয়াতেই হোক না কেন, তাতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের কোনো সম্ভবনা নেই। মানুষ আক্ষেপ করে বলে, যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ। মানুষ আরো খারাপ দিনের জন্য অপেক্ষা করছে। ফলে নির্বাচন যেভাবেই হোক, তাতে পরিণতি পাল্টাচ্ছে না।

বাংলাদেশে বুর্জোয়াশ্রেণী কি ভয়াবহ দুঃশাসন চালাচ্ছে, রানা প্লাজা ধসে ১২শত শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা তারই নজির। বুর্জোয়াদের এই দুর্নীতি-দুঃশাসন থেকে মানুষ রেহাই চায়। সে কারণেই দ্বি-দলীয় দুঃশাসনের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার একটা আকাঙ্ক্ষা দেশের রাজনীতিতে, প্রধানত শিক্ষিক মধ্যবিত্ত মহলে শুনতে পাওয়া যায়। অনেক সময় সাধারণ মানুষও এ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করেন। সেখান থেকেই বিকল্প শক্তির কথাটা শোনা যায়। একটা সংগঠিত বুর্জোয়া ব্যবস্থা, যার পেছনে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা আছে, তাকে নিছক আকাঙ্ক্ষার জোরে পরিবর্তন করা যায় না। মনে রাখতে হবে, পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বা বিকল্পের আকাঙ্ক্ষা শ্রেণীগতভাবে বুর্জোয়া পরিধির মধ্যেই জন্মেছে। বুর্জোয়ারা মিডিয়া এবং অন্যান্য শক্তির মাধ্যমে বিকল্পে এ আকাঙ্ক্ষাকে বুর্জোয়া রাজনীতির গণ্ডিতে, নির্বাচনী রাজনীতির গণ্ডিতে আটকে রাখতে চায়। বিকল্প শক্তি বলতে সাধারণ মানুষ, এমনকি অনেক শিক্ষিত মানুষও বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতির বিকল্প, নির্বাচনী বিকল্পের কথা ভাবছে এবং বলছে।

বিকল্প শক্তি গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা বামপন্থীরাও বলছেন। কিন্তু তার সাথে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতির বিকল্পের ধারণার সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য স্পষ্ট করে তোলাও বামপন্থীদের দায়িত্ব। দুটো শর্ত মেনেই আমাদের সে পার্থক্য সুস্পষ্ট করতে হবে। প্রথমত, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে ধারাবাহিক, দীর্ঘমেয়াদী, কষ্টকর গণআন্দোলন গড়ে তোলা, আন্দোলনকারী জনগণের শক্তি গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয়ত, এই গণআন্দোলনের সামনে যথার্থ বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার মাধ্যমেই আমরা মানুষের মনে এ বুর্জোয়া ব্যবস্থার অসারতা এবং সমাজতন্ত্রের যথার্থতা তুলে ধরতে সক্ষম হবো, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতির বিকল্প হিসাবে জনগণের আন্দোলনকারী বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে পারব।

আমাদের দল এককভাবে, এমনকী বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবেও এ মুহূর্তে বিরাট-ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার মতো শক্তি রাখে না। এটি সত্য। সে কারণেই আমরা সকল বামপন্থী শক্তির প্রতি আহ্বান জানাই, প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসুন। এ আন্দোলন গড়ে তোলার পথেই একটা যথার্থ কার্যকরী বাম ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় বামপন্থীদের যে ঐক্য গড়ে উঠবে, সেটাই আবার ভবিষ্যতে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করবে। আমরা আন্তরিকভাবেই এ আহ্বান দেশের বাম শক্তিগুলির সামনে রাখছি। বামপন্থীদের নেতৃত্বে দেশের গণতন্ত্রকামী দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথেই শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিবাদী প্রবণতাকে প্রতিরোধ করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সুরক্ষা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পদযাত্রায় পুলিশি বাধা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অধিকারের স্বীকৃতি আছে। কিন্তু মালিকগোষ্ঠী সে অধিকারের স্বীকৃতি দিতে চায় না, সরকার শ্রম আইনের সংশোধনী করে শ্রমিক-অধিকার ও শ্রমিক-স্বার্থ খর্ব করতে চাইছে, কাগজে-কলমে যতটুকু অধিকার আছে সেটাও কেড়ে নিতে চাইছে। আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, শ্রমিক হত্যার বিচার নিশ্চিত করতে, শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী সরকারের সকল পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানাতে এ পদযাত্রার আয়োজন করেছি।

সমাবেশ শেষে একটি পদযাত্রা জাতীয় সংসদ অভিমুখে যাওয়ার পথে এগোতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। পলিশের বাধার মুখে পদযাত্রাটি হাইকোর্ট মোড় ঘুরে পল্টন গিয়ে শেষ হয়।

টিপাইবাঁধের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেয়ার দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সংসদের সভাপতি গোলাম রাব্বি চৌধুরী ওয়াফি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আগামী ১৭ জুন অনুষ্ঠিতব্য ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের সভায় টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারকে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। ভারত-বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের এ সভায় বাংলাদেশকে সুস্পষ্টভাবে নদীর উপর যেকোন ধরনের বেষ্টনী বা বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। 'নদীর উপর কোন বেষ্টনী নয়, উন্মুক্ত নদী প্রবাহ এবং পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন' এই নীতির ভিত্তিতে যৌথ নদী কমিশনের সভায় আলোচনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তারা আহবান জানান। এছাড়া বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'ভারতের পরিবেশ বিভাগ টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করতে যাচ্ছে' মর্মে সংবাদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, এ ধরনের পরিবেশ বিধ্বংসী প্রকল্পের বিরুদ্ধে দু'দেশের পরিবেশ সচেতন ও গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

টিকফা চুক্তি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও লুণ্ঠন বাড়াবে - *বাসদ*

বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ১৮ জুন প্রদত্ত এক বিবৃতিতে গত ১৭ জুন মন্ত্রীসভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিতর্কিত টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরে নীতিগত অনুমোদন প্রদানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং মার্কিন স্বার্থে এই জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "মাকিন সরকার কর্তৃক দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তাবিত TIFA-র নাম পরিবর্তন করে TICFA (Trade & Investment Co-operation Forum Agreement) চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত মহাজোট সরকার মন্ত্রীসভায় অনুমোদন করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বহুপাক্ষিক আলোচনায় স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংঘবদ্ধ লবির কারণে প্রত্যাশিত বাণিজ্য সুবিধা পুরোপুরি আদায় করতে না পেরে মার্কিন সরকার অনুন্নত দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক TIFA চুক্তি স্বাক্ষরের কৌশল নিয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট দেশকে কিছু ব্যবসার সুযোগ দেয়ার বিনিময়ে ওই দেশের বাজার ও সম্পদ যাতে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য উন্মুক্ত করা যায় তা নিশ্চিত করাই TIFA-র মূল লক্ষ্য। প্রস্তাবিত TICFA স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশের সেবাখাত মার্কিন বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত হবার ফলে এসব খাতে বাণিজ্যিকীকরণ বাড়বে, মার্কিন মেধাসত্ত্ব আইন মেনে নেবার ফলে সফটওয়্যার খাত ও ওষুধশিল্পে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, হাইব্রিড ও জিএম বীজের মাধ্যমে মার্কিন কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী কর্পোরেশনগুলোর হাতে বাংলাদেশের কৃষক জিম্মি হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। এদেশের ব্যবসায়ীদের একাংশ এই চুক্তিতে আগ্রহী, কিন্তু *(দশম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শ্রমিক-হত্যার বিচার, শ্রমিকদের নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, অগণতান্ত্রিক শ্রম আইন সংশোধনী বাতিল এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী টিকফা চুক্তি বাতিলের দাবি

জাতীয় সংসদ অভিমুখে পদযাত্রায় পুলিশি বাধা

২৭ জুন বাম মোর্চা ও বাসদের জাতীয় সংসদ অভিমুখে পদযাত্রায় হাইকোর্ট মোড়ে পুলিশের বাধা

রানা প্লাজা, তাজরিন ফ্যাশনসসহ সকল শ্রমিক হত্যার বিচার ও দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা এবং অগণতান্ত্রিক শ্রম আইন সংশোধনী বাতিল ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী টিকফা চুক্তি বাতিলের দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও বাসদ (কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি)-এর উদ্যোগে ২৭ জুন বিকেলে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও জাতীয় সংসদ অভিমুখে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেল সাড়ে চারটায় বাম মোর্চার সমন্বয়ক মোশরেফা মিশুর সভাপতিত্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়কারী এড. আব্দুস সালাম, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য আলমগীর হোসেন দুলাল, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন নান্নু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হামিদুল হক প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, দেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের ওপর যে দুর্বিসহ শোষণ-পীড়ন চলছে তার প্রতিকারের দাবি নিয়েই বাম মোর্চা এবং বাসদ ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করছে। শ্রমিক এবং শিল্পের স্বার্থে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের সংবিধানে এ অধিকারের স্বীকৃতি আছে, আইএলও কনভেনশনে এ *(একাদশ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

উন্নয়ন বাজেটের ৪০% কৃষিখাতে বরাদ্দ, কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত ও কৃষি উপকরণের দাম কমানোর দাবিতে

অর্থমন্ত্রী বরাবর কৃষক ফ্রন্টের স্মারকলিপি পেশ

৫ জুন গাইবান্ধা জেলা কৃষক ফ্রন্টের বিক্ষোভ

উন্নয়ন বাজেটের ৪০% কৃষি খাতে বরাদ্দ করে সার-ডিজেল-বীজ-কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণের দাম কমানো, ধানসহ সকল কৃষি ফসলের উৎপাদন খরচের সাথে ৩৩% যুক্ত করে মূল্য নির্ধারণ করে খোলা বাজারে সরকারি উদ্যোগে ধান ক্রয় করা, গরিব মানুষ-কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জন্য আর্মি রেটে রেশনের ব্যবস্থা চালু করা এবং ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ ও সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, সহজ শর্তে সুদমুক্ত ব্যাংক ঋণ চালু করা, এনজিও মহাজনী সুদ আইন করে নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে সারাদেশে হাটসভা ও ৫ জুন ডিসি-ইউএনওর মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গাইবান্ধা : কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ৫ জুন সকাল ১১টায় পৌর শহীদ মিনার চত্বরে সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে পৌর শহীদ মিনার চত্বরে শেষ হয়। গোলাম ছাদেক লেবুর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অর্থমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেন। সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট গাইবান্ধা সদর উপজেলা শাখার সভাপতি, গিদারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রভাষক গোলাম ছাদেক লেবুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, বাসদ গাইবান্ধা জেলা আহ্বায়ক কমরেড আহসানুল হাবীব সাঈদ, বাসদ সদর উপজেলার আহ্বায়ক এড. নওসাদুজ্জামান নওসাদ, সদস্য সচিব কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা ও *(নবম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

টঙ্গিতে ১১ বছরের শিশুর ধর্মান্তরকারী ও ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

টঙ্গিতে ১১ বছরের শিশুকে অপহরণ, ধর্মান্তরকরণ এবং ৫৫ দিন আটকে রেখে ধর্ষণকারী দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ৮ জুন বিকেল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সুলতানা আক্তার রুবি, বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, দপ্তর সম্পাদক তাসলিমা নাজনীন সুরভী, তাছলিমা আক্তার বিউটি। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ৬ এপ্রিল '১৩ স্কুল থেকে ফেরার পথে কয়েকজন দুর্বৃত্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বি টঙ্গির এ ছাত্রীকে অপহরণ করে এবং এদের একজন তথাকথিত ধর্মান্তরের নাম করে ৫৫ দিন শিশুটিকে ধর্ষণ করে। এভাবে প্রতিদিন প্রতিমূর্হূতে নারী অথবা শিশু নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কোন ধর্ষণকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ার কারণে এবং সরকারের উদাসীনতার কারণে নারী নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলেছে। নেতৃবৃন্দ সরকারী উদ্যোগে শিশুটির সুচিকিৎসার দাবি জানান।

যৌথ নদী কমিশন সভায় টিপাইবাঁধের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেয়ার দাবি

টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ উদ্যোগের প্রতিবাদে ১৬ জুন বিকেল ৫টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধ আন্দোলন, সিলেট এর উদ্যোগে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আহবায়ক এড. বেদানন্দ ভট্টাচার্য, যুগ্ম আহবায়ক এড. ই ইউ শহিদুল ইসলাম, গণতন্ত্রী পার্টি সিলেট জেলার সভাপতি ব্যারিস্টার মো. আরশ আলী, সাধারণ সম্পাদক আরিফ মিয়া, ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সাধারণ সম্পাদক মো. আবুল হোসেন, কেন্দ্রীয় নেতা সিকান্দার আলী, বাসদ সিলেট জেলার আহ্বায়ক উজ্জল রায়, সুজন এর জেলা সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, সিপিবি'র জেলা সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সুমন, গণতন্ত্রী পার্টির নেতা জুনেদুর রহমান চৌধুরী, বাপা জেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম, বাসদের সদস্য সচিব রণেন সরকার রনি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর কমিটির সভাপতি জয়দীপ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন শাবিপ্রবি *(একাদশ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫ E-mail : spb.convention2014@gmail.com